সংযোগ

SONGJOG NOFEL

Global Digital Platform of Greater Noakhali

সুন্দরবন ভ্রমণ
২০২৫

ন্যাশনাল লাইফের আইসিএমএবি বেস্ট কর্পোরেট গোল্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জন

ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স সুশাসন, স্বচ্ছতা ও আইন-কানুন যথাযথ পরিপালনের জন্য প্রথম স্থান অর্জন করে ১৪তম আইসিএমএবি বেস্ট কর্পোরেট গোল্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।

১৪ নভেম্বর ২০২৪ সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অর্থ উপদেষ্টা জনাব **ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ** ও বাণিজ্য উপদেষ্টা জনাব **শেখ বশিরউদ্দিন** থেকে ন্যাশনাল লাইফের সিইও **মোঃ কাজিম উদ্দিন** ও সিএফও **প্রবীর চন্দ্র দাস** এফসিএ উক্ত অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন।

ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স পিএলসি

নিশ্চিত ভবিষ্যতের সুহৃদ সাথী

সংযোগ

সুন্দরবন ভ্রমণ-২০২৫

SONGJOG NOFEL

Global Digital Platform of Greater Noakhali

সংযোগ

সংযোগ নোফেল কর্তৃক আয়োজিত সুন্দরবন ভ্রমণ-২০২৫ উপলক্ষে প্রকাশনা

প্রকাশকাল
১ অক্টোবর ২০২৫ইং

প্রকাশনায়
সংযোগ নোফেল

সম্পাদনা পর্ষদ

মোঃ আবু সাঈদ চৌধুরী
আহ্বায়ক

মোঃ তমিজ উদ্দীন
সদস্যসচিব ও সম্পাদক

সদস্যবৃন্দ
জহিরুল আলম পাটোয়ারী সিরাজ
বাকী বিল্লাহ খোন্দকার
শেখ নিজাম উদ্দিন মাসুদ
মোহাম্মদ নুরুল করিম মুকুল
মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির রুমি

নির্বাহী সম্পাদক
জাবেদ হায়দার জীবন

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
আমির হোসেন জনি

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
নাছির উদ্দিন মাশুক

প্রচ্ছদ
মোঃ ফারুক হোসেন

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আল কাওসার প্রিন্টার্স
মোবাইল ঃ ০১৮১৯২৩৯২৬৯

SONGJOG NOFEL
Global Digital Platform of Greater Noakhali

Office : Suite# 1503 (Lift-14), Mouchak Tower, 83/B Siddeshwari Circular Road, Malibagh More, Dhaka-1217
Mobile : +88 01711 83 66 79, +88 01911 92 42 56; **Email:** info@songjognofel.com

সূচিপত্র

০১। সম্পাদকীয় ০৪
০২। উদ্যোক্তার কথা ০৫
০৩। আহ্বায়কের কথা ০৬
০৪। সদস্য সচিবের কথা ০৭
০৫। প্রকাশনা উপ কমিটির আহ্বায়কের কথা ০৮
০৬। সুন্দরবন ভ্রমণ-২০২৫ উদ্‌যাপন কমিটি ০৯-১০
০৭। সংযোগ নোফেল প্রতিচ্ছবি ১১
০৮। সংযোগ নোফেলের সাংগঠনিক বিবরণ ১২-১৭
০৯। সুন্দরবন ভ্রমণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ ১৮-২৫
১০। গুণিজনদের লেখা ২৬-৪৩
১১। সংযোগ নোফেলের বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি ৪৪-৬১
১২। বিজ্ঞাপন ৬২-৮০

SONGJOG NOFEL
Global Digital Platform of Greater Noakhali

Office : Suite# 1503 (Lift-14), Mouchak Tower, 83/B Siddeshwari Circular Road, Malibagh More, Dhaka-1217
Mobile : +88 01711 83 66 79, +88 01911 92 42 56; **Email:** info@songjognofel.com

সম্পাদকীয়

সংযোগ নোফেল, দেশ-বিদেশে বসবাসকারী বৃহত্তর নোয়াখালীর অধিবাসীদের হৃদয়স্পন্দন। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টিতে ইতোমধ্যে এই সংগঠন এক অনন্য নজীর স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। ঢাকায় বসবাসকারী এবং প্রবাসী নোয়াখাইল্যাদের আস্থার প্রতীক সংযোগ নোফেল। দুঃস্থ্য কল্যাণ, যাকাত তহবিলের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, চিকিৎসা সহায়তা, বিদেশে উচ্চ শিক্ষা, বিদেশ ভ্রমণে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উক্ত সংগঠন নোয়াখাইল্যাদের মাঝে যে সেতুবন্ধন ইতোমধ্যে তৈরি করেছে তা দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করছে।

আমাদের প্রত্যাশা, বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীর বিভাজন নয়, ঐক্যের পক্ষে সম্প্রীতি ও সহযোগিতায় গড়ে উঠুক উন্নত সমাজ, পারস্পরিক যোগাযোগ, শ্রদ্ধাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দলমত নির্বিশেষে গড়ে উঠুক এক ইস্পাত কঠিন সেতুবন্ধন। ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার এর উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত এ জনপদ। এক গৌরবময় অঞ্চল বৃহত্তর নোয়াখালী। মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় নোয়াখালীর অধিবাসীরা রেখেছে অনন্য ভূমিকা। তবু, দুঃখজনকভাবে সময়ের পালা বদলে সমাজে অনৈক্য, বিভাজন ও মতবিরোধের দেয়াল তৈরি হয়েছে, যা অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়।

আজকের জরুরী প্রয়োজন পারস্পরিক সেতুবন্ধন, ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা, পরিবার ও প্রতিবেশি সম্পর্ককে নতুন করে দৃঢ় করা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যেমন লোকসঙ্গীত, নাটক ও উৎসবকে পুনর্জীবিত করা, প্রবাসী ও স্থানীয়দের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানো। এসবই পারে সামাজিক আস্থা ফিরিয়ে আনতে। ঢাকায় বসবাসকারী ও বিদেশ অবস্থানকারী শিক্ষিত, স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ঐক্যের নেতৃত্বে এগিয়ে আসতে হবে, যাতে সমাজে সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধ জোরদার হয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাজনৈতিক সহনশীলতা, ভিন্নমত থাকলেও তা যেন ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা সামাজিক সম্প্রীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। কারণ রাজনৈতিক বিভাজন যত গভীর হয়, ততই সামাজিক বন্ধন দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সংযোগ নোফেল বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার বাহিরে অর্থাৎ যারা দেশের বিভাগীয় শহর ও প্রবাসে বসবাস করেন তাদেরকে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে একত্রিত করে দলমতের উর্ধ্বে উঠে একটি ইস্পাত কঠিন ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির মাধ্যমে সেতুবন্ধন তৈরি করার কাজে নিবেদিত। ঢাকায় বসবাসকারী নোয়াখাইল্যাদের নিয়ে আমরা ইতোমধ্যে অনেকগুলো সভা-সমাবেশ, মতবিনিময়, দুঃস্থ কল্যাণ, যাকাত তহবিলের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, চিকিৎসা সহায়তা, বিদেশে উচ্চ শিক্ষা, ভ্রমণে সহযোগিতা, পিঠা উৎসব-এর মাধ্যমে নোয়াখাইল্যাদের মাঝে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি। এরই ধারাবাহিকতায় বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীদের নিয়ে সুন্দরবন ভ্রমণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ৪ রাত ৩ দিনের এই ভ্রমণে বৃহত্তর নোয়াখালীর অংশগ্রহণকারীরা পরস্পরের আরো কাছে আসবে, ভ্রাতৃত্ববোধ মজবুত হবে, সৃষ্টি হবে অনন্য এক ভালোবাসা।

সুন্দরবন ভ্রমণকে উপলক্ষ্য করে আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস **'সংযোগ',** স্বল্প সময়ের আয়োজনে এই উদ্যোগে যারা টুরিস্ট হিসেবে অংশগ্রহণ করছেন, যারা লিখেছেন, যারা স্পন্সর হিসেবে পাশে দাঁড়িয়েছেন, যারা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, যারা সার্বিক সহযোগিতা করেছেন এবং বিশেষ করে নাছির উদ্দিন মাশুক ভাই, শেখ নিজাম উদ্দিন মাসুদ, আমির হোসেন জনি, জাবেদ হায়দার জীবন সহ যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় সুন্দরবন ভ্রমণ বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে তাদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা রইলো।

পরিশেষে বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীর মাঝে সেতৃবন্ধন তৈরির উদ্দেশ্য সফল হলেই সুন্দরবন ভ্রমণের উদ্যোগ সফল বলে মনে করি।

মোঃ তমিজ উদ্দীন
সম্পাদক

উদ্যোক্তার কথা

প্রিয় বৃহত্তর নোয়াখালীবাসী

আসসালামু আলাইকুম। আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আগামী ১ থেকে ৪ অক্টোবর-২০২৫ সংযোগ নোফেলের উদ্যোগে সুন্দরবনে আনন্দ ভ্রমণের আয়োজন করা হয়েছে। শতব্যস্ততাকে দূরে ঠেলে এই ভ্রমণে শামিল হচ্ছি আমরা। পরস্পরের ভাব বিনিময়ে নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ। ভুলুয়া, সুধারাম থেকে নোয়াখালী। অতঃপর ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর; আমাদের মনমন্দির আর স্মৃতির ক্যানভাসে উঠে আসবে। স্মৃতিরোমন্থন এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বর্ণনায় পুলকিত হব আমরা। সামাজিক বন্ধন অটুটের এটাই সুবর্ণ সুযোগ।

প্রিয় সুহৃদ

২০২২ সালের ৬ অক্টোবরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ঢাকা আসার পথে দুবাই বিমানবন্দরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ি। দুবাই রশিদ হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে আল্লাহর রহমতে দেশে ফিরতে সক্ষম হই। চিকিৎসারত অবস্থায় বৃহত্তর নোয়াখালীর অনেকে আমাকে দেখতে এবং খোঁজখবর নিতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। অসুস্থ হওয়ার আগে আমেরিকা, কানাডা, লন্ডন ও দুবাই ভ্রমণে বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীর যেই বন্ধুত্বপূর্ণ আতিথেয়তা পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে সত্যিই আমি একজন গর্বিত নোয়াখাইল্যা। এই আতিথেয়তাকে শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সার্বজনীন করার জন্য বৃহত্তর পরিসরে নোয়াখালীবাসীর একটা প্ল্যাটফর্মের অভাব অনুভূত হয়েছে। তা থেকে **'সংযোগ নোফেল'**-এর উদ্যোগ। স্বপ্ন দেখি একটি পরিকল্পিত প্ল্যাটফর্মের । যাতে বিশ্বব্যাপী নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর তথা বৃহত্তর নোয়াখালীবাসী একত্রিত হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সম্মিলিত অগ্রগতি গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। সে ধারাবাহিকতায় দেশে-বিদেশে অবস্থানরত সমমনা কিছু সুহৃদের উৎসাহ এবং সহযোগিতায় ২০২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর সংযোগ নোফেলের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু।

দেশ-বিদেশে অবস্থানরত প্রশাসনিকভাবে বিভক্ত বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীকে একানুভুক্ত পরিবারের প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে সংযোগ নোফেলের পথ চলা। আমরা নোয়াখাইল্যারা পারিবারিক জীবনে পরিবারের সদস্যরা চাকরি, ব্যবসা এবং শিক্ষার প্রয়োজনে আলাদা অবস্থান এবং উপার্জন করলেও নাড়ির টানে গ্রাম অথবা শহরে নিজ ভুবনে মা-বাবা, ভাই-বোন প্রতিবেশী সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে থাকতে এবং একই পাতিলে খেতেই পছন্দ করি। পছন্দ করি একজন আরেকজনের বিপদ-আপদে পাশে দাঁড়াতে। বৃহত্তর নোয়াখালী ভৌগোলিক ও প্রশাসনিকভাবে তিনটি জেলায় বিভক্ত হলেও আচার-আচরণ, কথাবার্তা আতিথেয়তার দিক থেকে অভিন্ন। বৃহত্তর নোয়াখালী বিভক্ত হয়ে নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর নামে আলাদা হলেও আমাদেরকে ফেনী এবং লক্ষ্মীপুইররা সম্বোধন না করে নোয়াখাইল্যা নামে সম্বোধন করে থাকে। দেশে-বিদেশে নোয়াখাইল্যাদের পারস্পরিক আন্তরিক সহযোগিতা এবং আপ্যায়নের বিষয়টি সর্বজনস্বীকৃত।

সংযোগ নোফেল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, মানবিক এবং সমাজকল্যাণমূলক প্ল্যাটফর্ম। সার্বিক দিক বিবেচনায় পাঁচ প্রকারের সদস্যপদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশে-বিদেশে বসবাসকারী বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীর যেকোনো নাগরিক সংযোগ নোফেলের নিয়মকানুন অনুসরণ করে ওয়েবসাইটে দেওয়া সদস্য ফরম পূরণ পূর্বক সংযোগ নোফেল নামে আন্তর্জাতিক ট্রেনে সংযুক্ত হতে পারেন। সংযোগ নোফেল প্ল্যাটফর্মটি সংযোগ নোফেল ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত হবে। ট্রাস্ট কর্তৃক তৈরি করা নীতিমালা অনুসরণ করে প্ল্যাটফর্মটি পরিচালিত হবে। সম্মানিত সব সদস্য নীতিমালা মেনে চলতে পারলে সংযোগ নোফেল নামে বৃহত্তর নোয়াখালীবাসী আন্তর্জাতিক ট্রেনটি গন্তব্যে পৌঁছানো অসম্ভব নয়।

বিদেশে অনেকের আতিথেয়তা পেয়েছি। যারা আমাদের নোয়াখালীরই সন্তান। তাদের ভালোবাসার সম্মান দিতেই আমার এই উদ্যোগ। তাদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। সংযোগ নোফেলের উদ্যোগে সুন্দরবন ভ্রমণ উপলক্ষে এই স্মরণিকা। 'সংযোগ' স্মরণিকা বের করতে অনেকের শ্রমঘাম ও ভালোবাসা জড়িত। স্মরণিকা প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সবার প্রতি রইল শুভকামনা।

নাছির উদ্দিন মাশুক
উদ্যোক্তা
সংযোগ নোফেল

আহ্বায়কের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ'র, সংযোগ নোফেল এর উদ্যোগে ১লা অক্টোবর ২০২৫ থেকে ৩ (তিন) দিনব্যাপী সুন্দরবন ভ্রমণের আয়োজন করা হচ্ছে। আপনারা জানেন সৌন্দর্যের লীলাভূমি এই সুন্দরবন, যেখানে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, ম্যানগ্রোভ এবং বৈচিত্রময় জীববৈচিত্র্য একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার, যা আমাদের বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্বের প্রতি এক অবিস্মরণীয় বার্তা বহন করে।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার, বিভিন্ন প্রজাতির স্তন্যপায়ী, উভচর এবং জলজ প্রাণীসহ প্রায় ২৮৯ প্রজাতির স্থলজ প্রাণী ও ২১৯ প্রজাতির জলজ প্রাণী সুন্দরবনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন, যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সুন্দরবন ভ্রমণ এক অনন্য ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, যেখানে জাহাজ, লঞ্চ ও ছোট নৌযানে করে বনের ভেতর ভ্রমণ করা যায়।

সুন্দরবন প্রকৃতির এক অপার লীলাভূমি, যা কেবল রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ন্যায় জীববৈচিত্র্যের এক অমূল্য ভাণ্ডার। এখানকার ম্যানগ্রোভ বন, সাগরের ঢেউ, আর অসংখ্য ছোট-বড় দ্বীপের সমাহার এক বিচিত্র ও মনোরম দৃশ্যপট তৈরি করে। তাই, এই বিশ্ব ঐতিহ্যকে রক্ষা করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব। সকলের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। তার সাথে সংযোগ নোফেল এর সাথে থেকে সার্বিক সহযোগিতা ও সব সময় পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। আল্লাহ সকলের মঙ্গল করুক। আমিন।

মোঃ নুরুল ইসলাম
আহ্বায়ক
সুন্দরবন ভ্রমণ উদ্‌যাপন কমিটি-২০২৫

সদস্য সচিবের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর এই তিন জেলার প্রতিনিধিত্বকারী একটি আঞ্চলিক সংগঠন হিসেবে সংযোগ নোফেল-এর যাত্রা শুরু হলেও, অল্প সময়ের মধ্যেই এর কর্মকাণ্ড, দায়বদ্ধতা ও সামাজিক অবদান জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও প্রশংসিত হয়েছে। এই অর্জন সম্ভব হয়েছে আমাদের প্রতিটি সদস্যের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের ফলস্বরূপ।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সম্মিলিত উদ্যোগ, আন্তরিক বন্ধন ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাই একটি সংগঠনের প্রকৃত শক্তি। সংযোগ নোফেল শুধুমাত্র একটি প্ল্যাটফর্ম নয়, বরং এটি একটি পরিবার; যেখানে আমরা একে অপরকে জানি, অনুভব করি, আনন্দ ভাগাভাগি করি এবং বিশ্বাস ও সহমর্মিতার অটুট বন্ধনে আবদ্ধ হই।

আমাদের এবারের ভ্রমণ কেবল একটি বিনোদনমূলক আয়োজন নয়, বরং পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও গভীর ও দৃঢ় করার এক অসাধারণ উপলক্ষ। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনের বুকে আয়োজিত এ মিলনমেলা আমাদের সবার মাঝে নিঃসন্দেহে এক অনন্য অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির জন্ম দেবে।

শুভেচ্ছান্তে,

এন এ খোকন
সদস্য সচিব
সুন্দরবন ভ্রমণ উদ্‌যাপন কমিটি-২০২৫

প্রকাশনা উপ-কমিটির আহবায়কের কথা

আসসালামু আলাইকুম।

নোয়াখালী. ফেনী ও লক্ষ্মীপুরের সম্মানিত ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে আয়োজিত ঢাকা- খুলনা-সুন্দরবন ভ্রমণ-২০২৫ সত্যিই আমাদের সমাজ জীবনে এক অনন্য ও ঐতিহাসিক উদ্যোগ। আপনাদের অংশগ্রহণ এই আয়োজনকে শুধু প্রাণবন্তই করেনি, বরং আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে করেছে আরও গভীর, অর্থবহ ও স্মরণীয়।

এ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা **'সংযোগ'** হবে সৌহার্দ্য, সংস্কৃতি ও প্রেরণার এক অমূল্য দলিল। আমি আয়োজকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা এই মহতী আয়োজনকে সফল করেছে।

আমি আন্তরিকভাবে কামনা করছি, এ আয়োজন আপনাদের প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বে ভবিষ্যতের আরও মহৎ কর্মযজ্ঞের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠুক। আপনাদের এই অগ্রণী ভূমিকা নিঃসন্দেহে আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য হবে অনুকরণীয় উদাহরণ।

ধন্যবাদান্তে-

মোঃ আবু সাঈদ চৌধুরী
আহবায়ক
প্রকাশনা উপ-কমিটি, সুন্দরবন ভ্রমণ-২০২৫

সুন্দরবন ভ্রমণ-২০২৫

(ঢাকা-খুলনা-সুন্দরবন-খুলনা-ঢাকা)

তারিখ : ০১-০৪ অক্টোবর, ২০২৫

উদ্‌যাপন কমিটি

ক্র: নং	পদবী	নাম	সেলফোন নম্বর
০১	আহ্বায়ক	মোঃ নুরুল ইসলাম	০১৭৫৫৫৫৭০৭৬
০২	সদস্য সচিব	নুর আহমেদ খোকন	০১৭০৬৫২০৪১৯
০৩	সদস্য	মোঃ আমিনুল ইসলাম ভূইয়া	০১৫৩৫৪৪৮৩৫৭
০৪	সদস্য	মোঃ আবু সাঈদ চৌধুরী	০১৭১৩৪২৫৮৪৯
০৫	সদস্য	ফজলে এলাহী চৌধুরী	০১৭১৪০১৭২৮০
০৬	সদস্য	জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ	০১৭১২২৫৮২৭৫
০৭	সদস্য	মোঃ নাজিম উদ্দিন মজুমদার	০১৭১৩১৯২৩৭৮
০৮	সদস্য	কে বি এম শহীদুল্লাহ্	০১৯১১৩৮৫১৭৩
০৯	সদস্য	মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ মজুমদার	০১৭১৪০৪৯৭১৪
১০	সদস্য	শেখ নিজাম উদ্দিন মাসুদ	০১৯১১৯২৪২৫৬
১১	সদস্য	জাবেদ হায়দার জীবন	০১৭১৩১৯২৩১১
১২	সদস্য	মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির রুমি	০১৭১১৩৭১৪১২
১৩	সদস্য	মোহাম্মদ নুরুল করিম মুকুল	০১৭১৩১৯২২৯৬
১৪	সদস্য	মোঃ আবুল বাশার রনি	০১৭১২১৪৭৩৩১
১৫	সদস্য	আবুল কালাম আজাদ	০১৭১৩০০৫৮২১
১৬	সদস্য	মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন	০১৭১৩১৯২৫২৬

অর্থ উপ-কমিটি

ক্র: নং	পদবী	নাম	সেলফোন নম্বর
০১	আহ্বায়ক	মোঃ আমিনুল ইসলাম ভূইয়া	০১৫৩৫৪৪৮৩৫৭
০২	সদস্য সচিব	শেখ নিজাম উদ্দিন মাসুদ	০১৯১১৯২৪২৫৬
০৩	সদস্য	মাহমুদ হাসান	০১৭১১১০৭৪৭২
০৪	সদস্য	মোঃ শরিফুল ইসলাম	০১৭৮৭৬৬১৭০৯
০৫	সদস্য	মোহাম্মদ রহিম উল্যা	০১৮১৮৬৭০৮৪৯
০৬	সদস্য	মিজানুর রহমান	০১৭১৬৯৩৫৩৪৩
০৭	সদস্য	কাজী ছরওয়ারুল আলম	০১৭১১৯৪২০৬৩

প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটি

ক্র: নং	পদবী	নাম	সেলফোন নম্বর
০১	আহ্বায়ক	মোঃ আবু সাঈদ চৌধুরী	০১৭১৩৪২৫৮৪৯
০২	সদস্য সচিব	মোঃ তমিজ উদ্দীন	০১৮২৩৬৪৪১৩৮
০৩	সদস্য	আমির হোসেন জনি	০১৭১৩১৯২২৪৯
০৪	সদস্য	জহিরুল আলম পাটোয়ারী সিরাজ	০১৫৫৬৬৩৩১৯৮
০৫	সদস্য	জাবেদ হায়দার জীবন	০১৮১৯৮৫৭৮২৬
০৬	সদস্য	বাকী বিল্লাহ খোন্দকার	০১৭১৬২৮৮৮২২
০৭	সদস্য	শংকর চন্দ্র দেব নাথ	০১৮১৮৩২৪৬৮২

ক্রয় উপ-কমিটি

ক্র: নং	পদবী	নাম	সেলফোন নম্বর
০১	আহ্বায়ক	ফজলে এলাহী চৌধুরী	০১৭১৪০১৭২৮০
০২	সদস্য সচিব	মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির রুমি	০১৭১১৮১৫৫৩২
০৩	সদস্য	কামরুল হাসান	০১৭১২৬৩৮১৬১
০৪	সদস্য	মোঃ জসিম উদ্দিন	০১৭১৩১৯২৫২৫
০৫	সদস্য	কফিল উদ্দিন মাহমুদ	০১৮১৮৪৭৪২৪৪
০৬	সদস্য	মোঃ জালাল উদ্দিন	০১৭১১২০৮৭৪৫
০৭	সদস্য	শেখ ফরিদ আহমেদ	০১৭১৬৯৩৮৫৭৭

শৃঙখলা উপ-কমিটি

ক্র: নং	পদবী	নাম	সেলফোন নম্বর
০১	আহ্বায়ক	জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ	০১৭১২২৫৮২৭৫
০২	সদস্য সচিব	মোহাম্মদ নুরুল করিম মুকুল	০১৭১৩১৯২২৯৬
০৩	সদস্য	মোঃ ইদ্রিছ ভূঁঞা	০১৭৮৮৮৬০০৮৪
০৪	সদস্য	আমীরুল হোসেন (আজাদ)	০১৮১৯২৯০১২৩
০৫	সদস্য	মোঃ ইলিয়াছ হোসেন	০১৭১৩১৯২৩৩৩
০৬	সদস্য	মোঃ নুরুল ইসলাম	০১৭১৩১৯২২৩৮
০৭	সদস্য	মনজুরুল ইসলাম	০১৮১৯৮৩৩৮০৪

পরিবহণ উপ-কমিটি

ক্র: নং	পদবী	নাম	সেলফোন নম্বর
০১	আহ্বায়ক	মোঃ নাজিম উদ্দিন মজুমদার	০১৭১৩১৯২৩৭৮
০২	সদস্য সচিব	মোঃ আবুল বাশার রনি	০১৭১২১৪৭৩৩১
০৩	সদস্য	মোঃ আবদুল হালিম বাহাদুর	০১৯১৪২৩৩৫৩৫
০৪	সদস্য	সাখাওয়াত হোসেন চৌধুরী	০১৭১৬৫৯৬০৩৩
০৫	সদস্য	তাজুল ইসলাম ভূঁইয়া	০১৭১১৩০৫৮৩২
০৬	সদস্য	মুহাম্মদ আবুল বাসার হাজারী	০১৭১১৩৮১২১১
০৭	সদস্য	মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ	০১৭১২২৫৫৭৬৩

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি উপ-কমিটি

ক্র: নং	পদবী	নাম	সেলফোন নম্বর
০১	আহ্বায়ক	কে বি এম শহীদুল্লাহ্	০১৯১১৩৮৫১৭৩
০২	সদস্য সচিব	আবুল কালাম আজাদ	০১৭১৩০০৫৮২১
০৩	সদস্য	বি এম মসি উদ্দিন রইচ মুক্তা	০১৮৪৯৪৪৪৪৪৯
০৪	সদস্য	মসলেহ উদ্দিন জাহিদ	০১৭০৩২৬০৭৭৯
০৫	সদস্য	মোহাম্মদ কামরুজ্জামান	০১৭১৭৫৩৮৫০৫
০৬	সদস্য	আতিকুর রহমান চৌধুরী	০১৮১৯৮৯৫৪৯৭
০৭	সদস্য	রাশেদা আক্তার	০১৭১৯৫৫৭১৪৩

র‍্যাফেল ড্র উপ-কমিটি

ক্র: নং	পদবী	নাম	সেলফোন নম্বর
০১	আহ্বায়ক	মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ মজুমদার	০১৭১৪০৪৯৭১৪
০২	সদস্য সচিব	মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন	০১৭১৩১৯২৫২৬
০৩	সদস্য	হেদায়েত উল্লাহ	০১৮১৫১২২৪২৪
০৪	সদস্য	মোঃ শহিদুল ইসলাম	০১৭১৬০২১২১৪
০৫	সদস্য	নীলুফার ইয়াসমিন	০১৯১২৪৭৮৮৬৯
০৬	সদস্য	সেলিনা সুলতানা	০১৮১৩৯৩৪৭১৯
০৭	সদস্য	সানজিদা আক্তার	০১৭১৩১৯২৫২৫

SONGJOG NOFEL
Global Digital Platform of Greater Noakhali

প্রতিচ্ছবি

যদিও প্রশাসনিকভাবে এখন নোয়াখালী, ফেনী এবং লক্ষ্মীপুর পৃথক জেলা ঐতিহাসিকভাবে এই তিনটি জেলা একত্রে পরিচিত বৃহত্তর নোয়াখালী নামে। এই অঞ্চলের মানুষ একটি স্বতন্ত্র ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আতিথেয়তা এবং একে অন্যের প্রতি গভীর আন্তরিক বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের পরিচয় একটি অটুট বন্ধন, অদম্য অগ্রযাত্রা এবং সমষ্টিগত দায়িত্ববোধের মাধ্যমে। আমরা শুধু নিজেদের কথা ভাবি না, আমরা আমাদের পরিবার, সমাজ এবং জনগণের কথা ভাবি। এটাই আমাদের **'নোয়াখাইল্যা'** পরিচয়ের ভিত্তি।

জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীদের সমন্বয়ের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগের সেতুবন্ধন গড়ে তোলার অদম্য বাসনা থেকে সংযোগ নোফেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যা নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুরের বাসিন্দাদের বৈশ্বিকভাবে সংযুক্ত করার জন্য তৈরি। এটি একটি অরাজনৈতিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যা বাংলাদেশের আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করে স্বচ্ছ ও নৈতিক কার্যক্রম পরিচালনায় অঙ্গীকারবদ্ধ।

সংযোগ নোফেল-এর ইতিহাস

আমরা যখন চিকিৎসা, উচ্চশিক্ষা, পেশাগত কাজ কিংবা ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিদেশে যাই সেখানকার এয়ারপোর্ট, মার্কেট কিংবা হাসপাতালে পরিচিত মুখ খুঁজে ফিরি। আর যদি কোনো বাংলা ভাষাভাষী বিশেষ করে কোনো নোয়াখাইল্যা কাউকে দেখি, আনন্দের সীমা থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে একটা আত্মিক বন্ধন জন্ম নেয়, সহযোগিতার মনোভাব জাগে।

এই হৃদয়স্পর্শী অনুভব থেকে নাছির উদ্দিন মাশুক গড়ে তোলেন সংযোগ নোফেল নামে গ্লোবাল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম অব গ্রেটার নোয়াখালী। ২০২২ সালে লন্ডন, কানাডা, আমেরিক ও দুবাই সফরের অভিজ্ঞতাই তাঁকে এ উদ্যোগ নিতে অনুপ্রাণিত করে। তিনি অনুভব করেন যে, বিদেশে এসে সামাজিক পরিচয়ের কারণে তিনি যে বন্ধুত্ব, আতিথেয়তা ও সহযোগিতা পেয়েছেন তা বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীর জন্য সার্বজনীন হওয়া প্রয়োজন। তাই তিনি স্বপ্ন দেখেন একটি সংগঠিত প্ল্যাটফর্ম তৈরির যেখানে নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষীপুরের মানুষ একত্রিত হবে, একে অন্যকে সহযোগিতা করবে এবং সম্মিলিত অগ্রগতি গড়ে তুলবে।

সমমনা ব্যক্তিদের উৎসাহে বিশ্বজুড়ে বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীকে সংযুক্ত ও একত্রিত করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ সালে সংযোগ নোফেল প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংযোগ নোফেল একটি অরাজনৈতিক সামাজিক নেটওয়ার্কিং উদ্যোগ, যেখানে ধর্ম, শ্রেণি, পেশা কিংবা আর্থিক অবস্থার পার্থক্য নেই। বৃহত্তর নোয়াখালীর যে কেউ অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করে সদস্য হয়ে এবং আত্মীয় ও বন্ধুদের সদস্য করে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ড অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর এক উজ্জ্বল, ঐক্যবদ্ধ এবং আলোকিত জনগোষ্ঠী হিসেবে বিশ্বমঞ্চে উদ্ভাসিত হতে পারে। যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।

আমাদের উদ্যোগ এবং কার্যক্রম :

ব্যক্তিগত সহযোগিতা নিয়ে সংযোগ নোফেল ইতোমধ্যে বেশ কিছু মানবিক উদ্যোগে অংশ নিয়েছে। যেমন :

- ❒ অসচ্ছল রোগীদের জন্য অর্থ সহায়তা
- ❒ বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ সহায়তা
- ❒ স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি
- ❒ কর্মসংস্থানের উদ্যোগ
- ❒ টিউবওয়েল স্থাপন
- ❒ যাকাতভিত্তিক দারিদ্র নিরসন কার্যক্রম

তাছাড়া উচ্চশিক্ষা বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণকালীন সংযোগ নোফেল-এর সম্মানিত সদস্যগণ বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত সদস্যদের নিকট থেকে নিয়মিত সহযোগিতা পাচ্ছেন।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস, ফিনল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, কাতার, সৌদি আরব, স্পেন, আয়ারল্যান্ড, পোল্যান্ড, ইতালি, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, দুবাই, পর্তুগাল, ফ্রান্সসহ প্রায় ২১টি দেশে অবস্থানরত নোয়খাইল্যারাও সংযোগ নোফেল-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

সংযোগ নোফেল শুধুমাত্র এক ডিজিটাল সংযোগ নয়, এটি একটি আন্দোলন। বন্ধুত্বের বার্তা এবং সক্ষমতার প্রতীক যা নিশ্চিত করে যে নোয়াখাইল্যারা বিশ্বজুড়ে যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের পাশে দাঁড়াবার মতো একটি পরিবার আছে।

সাংগঠনিক সনদ

সংযোগ নোফেল হলো একটি বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যা বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীকে সাংস্কৃতিক সংযোগ, মানবিক সহায়তা, শিক্ষা প্রসার ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে একত্রিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত।

মূল লক্ষ্যসমূহ:

- সাহিত্য ও শিল্পকর্মের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি।
- শিক্ষা, কৃষি, পরিবেশ সচেতনতা ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ও প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি।
- সমগ্র বিশ্বের নোয়াখালীর কণ্ঠকে একত্রিত করা।
- জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহানুভূতির নিরাপত্তাবলয় সৃষ্টি।
- একটি সংযুক্ত বিশ্বজনীন পরিচয় গড়ে তোলা, যেখানে নোয়াখালীর ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ উদযাপন করা হবে।

সদস্যদের দায়িত্ব ও আচরণবিধি:

- সংযোগ নোফেল-এর সদস্য হওয়া মানে শুধু সংযুক্ত থাকা নয়, এটি এক ঐতিহ্যকে ধারণ করে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন।

মূল্যবোধের প্রতি প্রতিশ্রুতি:

- সংযোগ নোফেল-এর আদর্শ ও সংবিধানকে শ্রদ্ধা ও অনুসরণ করা।
- পারস্পরিক শ্রদ্ধা, নৈতিক আচরণ এবং ইতিবাচক মিথস্ক্রিয়া বজায় রাখা।
- জাত, শ্রেণি, ধর্ম, লিঙ্গ বা রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে অ-ভেদাভেদ আচরণ।

অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা:

- সাংস্কৃতিক ইভেন্ট, ডিজিটাল আলোচনায় ও সমাজসেবায় সক্রিয় অংশগ্রহণ।
- সামর্থ্য অনুযায়ী সময়, দক্ষতা বা অর্থ দিয়ে সহায়তা।
- জরুরি অবস্থায়, জীবনের কঠিন পর্যায়ে পরস্পরের পাশে দাঁড়ানো।

দায়িত্ববোধ ও গোপনীয়তা:

- সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মাবলী মেনে চলা।
- গোপনীয়তা রক্ষা ও সংবেদনশীল বিষয়ের প্রতি বিচক্ষণতা প্রদর্শন।

প্রতিনিধিত্ব ও প্রচার:

- বিশ্বের যেখানেই থাকুন না কেন, নোয়াখালীর ঐক্য ও সৌহার্দ্য তুলে ধরা।
- নেতৃত্ব কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যেমন- মেন্টরশিপ, তথ্য সংরক্ষণ বা যোগাযোগ রক্ষা করা।

জ্ঞান প্রচার ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ:

- পরবর্তী প্রজন্মের নিকট বৃহত্তর নোয়াখালীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও স্মৃতি পৌঁছে দিতে উদ্যোগ গ্রহণ।
- ডিজিটাল গল্প বলা, কমিউনিটি আর্কাইভিং ও অন্তর্ভূক্তিমূলক শিক্ষার প্রসারে উৎসাহিত করা।

সংযোগ নোফেল-এর উদ্দেশ্যসমূহ

উদ্দেশ্যসমূহ:

০১. বাংলাদেশে এবং প্রবাসে বসবাসরত বৃহত্তর নোয়াখালবাসীর জন্য একটি ডিজিটাল যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করা।

০২. বৃহত্তর নোয়াখালীর ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সংগ্রাম ও উন্নয়নের গল্প ডিজিটাল মাধ্যমে তুলে ধরা।

০৩. নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার ব্যক্তিদের পেশাগত তথ্যভান্ডার প্রস্তুত করা, পারস্পরিক প্রয়োজনে কাজে লাগানো।

০৪. পুনর্মিলনী, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা ও একাডেমিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি।

০৫. প্রবাসীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে গ্রেটার নোয়াখালী কানেক্টিভিটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা।

০৬. মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য স্কলারশীপ ও ভর্তি সহায়তা প্রদান।

০৭. বিশ্বব্যাপী খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাগত/পেশাগত কৃতিত্ব অর্জনকারীদের সম্মাননা প্রদান।

০৮. বেকার যুবক/যুবতীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

০৯. দেশে ও বিদেশে চাকুরির সুযোগ তৈরি এবং আত্ম-কর্মসংস্থানে উৎসাহিত করা।

১০. ছাড়মূল্যের স্বাস্থ্য কার্ড ও হাসপাতাল সহায়তার মাধ্যমে সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

১১. অ্যাম্বুলেন্স ও ফ্রিজিং অ্যাম্বুলেন্স সেবা চালু করা।

১২. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, সমাজকল্যাণ, সুপেয় পানি ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিশেষায়িত তহবিল গঠন ও পরিচালনা।

১৩. মানবাধিকার রক্ষা ও আইনি সহায়তার লক্ষ্যে "লিগ্যাল সাপোর্ট ও অ্যাডভোকেসি সেল" পরিচালনা।

১৪. ঢাকায় নোয়াখালীবাসীর জন্য "হেল্প ডেস্ক" স্থাপন।

১৫. অসহায় ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য "যাকাত ফান্ড" প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা।

১৬. সামাজিক-অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে অ্যাডভোকেসি ইভেন্ট আয়োজন।

১৭. নোয়াখালীবাসীর বিয়ের সহযোগিতার জন্য "ম্যারেজ মিডিয়া সেল" প্রতিষ্ঠা।

১৮. চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে ঢাকায় আসা নোয়াখালীবাসীর জন্য "নোফেল রেস্ট হাউজ" স্থাপন।

১৯. আইন-শৃঙ্খলা, স্থানীয় সমস্যা ও উন্নয়ন বিষয়ে সরকারের মনোযোগ আকর্ষনের উদ্দেশ্যে সেমিনার ও সংলাপ আয়োজন।

২০. বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলের উন্নয়ন ও কল্যাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

২১. সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন।

২২. প্রতিবন্ধী, অসুস্থ, গরিব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য কল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন।

২৩. গৃহীত সকল উদ্যোগ ম্যাগাজিন, বুলেটিন, ফেসবুক, ইউটিউব ও অন্যান্য সামাজিক প্ল্যাটফর্মে প্রচার করা।

সংযোগ নোফেল ট্রাস্ট-এর সাংগঠনিক কাঠামো

দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর) জেলার অধিবাসীদের মাঝে পারস্পরিক সেতুবন্ধন তৈরি করার মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষকে একত্রিত করে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি, পারস্পরিক সামাজিক বন্ধন ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ঐক্য গড়ে তোলার মাধ্যমে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভাষা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে দেওয়া ও সংরক্ষণ করতে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, চিকিৎসা ও বিপদে-আপদে একে অপরকে সহযোগিতা করতে, দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা-বৃত্তি, দুঃস্থ ও অসহায়দেরকে সহযোগিতা, সামাজিক-কার্যক্রম ও জনকল্যাণমূলক কাজে অবদান রাখতে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী প্রবাসীদের সাথে স্থানীয়দের যোগাযোগ বাড়ানো ও উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত করার নিমিত্তে সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহের সুচারুরূপে বাস্তবায়নের নিমিত্তে এই সংগঠনের জন্য একটি যুগোপযোগী সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করা হয়েছে।

সংযোগ নোফেল ট্রাস্ট এর পাঁচ ধরনের সদস্য থাকবে-

১। ট্রাস্ট মেম্বার
২। জেনারেল বা সাধারণ সদস্য
৩। ডোনার বা দাতা সদস্য
৪। পেট্রন বা পৃষ্ঠপোষক সদস্য
৫। গেস্ট বা অতিথি সদস্য।

১। ট্রাস্ট মেম্বার :

বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার প্রাপ্ত বয়স্ক যে কোন সক্ষম পুরুষ/মহিলা যারা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ বা নগদ অর্থ প্রদানপূর্বক "সংযোগ নোফেল ট্রাস্ট" গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন, ট্রাস্ট গঠনে সহযোগিতা করবেন এবং যাদের নাম প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের সময় গঠনতন্ত্রে ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য বা সাধারণ পরিষদ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে তারা ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য বলে গণ্য হবেন। উল্লেখ্য যে, সংযোগ নোফেল ট্রাস্ট-এর প্রধান উদ্যোক্তা নাছির উদ্দিন মাশুক ট্রাস্টি ম্যানেজার-এর দায়িত্ব পালন করবেন। ট্রাস্টি ম্যানেজার, ট্রাস্টি বোর্ড-এর সদস্য সংখ্যা ও ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য হওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণ করবেন।

২। জেনারেল বা সাধারণ সদস্য:

ট্রাস্টি বোর্ড-এর অনুমোদন সাপেক্ষে সংযোগ নোফেল ওয়েবসাইটে উল্লেখিত সদস্য ফরম পূরণ করে দেশ-বিদেশে বসবাসকারী বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার প্রাপ্ত বয়স্ক যে কোন নারী/পুরুষ উক্ত ট্রাস্ট-এর সদস্য হতে পারবে। সাধারণ সদস্য হতে এককালীন কিংবা মাসিক বা বার্ষিক ফি প্রযোজ্য নয়। উল্লেখ থাকে যে, সাধারণ সদস্যরা সংযোগ নোফেল ট্রাস্ট-এর কোনধরনের কমিটির কোনধরনের পদ, পদবীর জন্য দাবীদার হবেন না, তবে তারা প্রযোজ্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবেন এবং যে কোন অনুষ্ঠান, কর্মসূচি বা প্রকল্পে নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ সাপেক্ষে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৩। ডোনার বা দাতা সদস্য:

ট্রাস্ট-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সমূহ বাস্তবায়নে যিনি ট্রাস্ট-এর তহবিলে এককালীন নগদ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করবেন, তিনি দাতা সদস্য হিসেবে গণ্য হবে। দাতা সদস্যদের মধ্য হতে ট্রাস্ট-এর ম্যানেজমেন্ট এক্সিকিউটিভ কমিটি, সাংগঠনিক কমিটি , দেশ-বিদেশের শাখা কমিটি ও প্রজেক্ট ম্যানেজম্যান্ট কমিটির বিভিন্ন পদে মনোনীত/নির্বাচিত/নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন। তিনি ট্রাস্ট-এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হবেন এবং তার নাম ট্রাস্ট-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

৪। পেট্রন বা পৃষ্ঠপোষক সদস্য:

ট্রাস্ট-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সমূহ বাস্তবায়নে যিনি ট্রাস্ট-এর তহবিলে নগদ এককালীন ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অথবা এর গুনীতিক যে কোন পরিমাণ অর্থ অনুদান হিসেবে প্রদান করবেন তিনি ট্রাস্টি বোর্ড-এর অনুমোদন সাপেক্ষে পেট্রন মেম্বার বা পৃষ্ঠপোষক সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন। পেট্রন মেম্বার বা পৃষ্ঠপোষক সদস্য একটি অলংকারিক পদ। তিনি ট্রাস্ট আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হবেন। তার নাম সংযোগ নোফেল ওয়েবসাইটে এবং অনার বোর্ড-এ প্রদর্শিত হবে।

৫। গেস্ট বা অতিথি সদস্য:

বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার স্থায়ী অধিবাসী নয় বাংলাদেশের যে কোন জেলার যে কোন অধিবাসী স্বপ্রণোদিত হয়ে ইচ্ছে প্রকাশ করে ট্রাস্ট-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে নগদ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অথবা এর গুণিতক যে কোন পরিমাণ অর্থ টাস্ট-এর তহবিলে অনুদান হিসেবে প্রদান করবেন তিনি গেস্ট বা অতিথি সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন। একজন গেস্ট মেম্বার বা অতিথি সদস্য ট্রাস্ট আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হবেন এবং তার নাম সংযোগ নোফেল ওয়েবসাইট ও অনার বোর্ড-এ প্রদর্শিত হবে। উল্লেখ থাকে যে, গেস্ট মেম্বার বা অতিথি সদস্য সংখ্যা কোন অবস্থাতেই পেট্রন মেম্বার বা পৃষ্ঠপোষক সদস্যের ২০ (বিশ) শতাংশের অধিক হবেনা।

বিভিন্ন পরিষদের গঠন -

১। ট্রাস্টি বোর্ড বা সাধারণ পরিষদ:

ট্রাস্টি বোর্ড সদস্যদের নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। ট্রাস্টি ম্যানেজার কর্তৃক সাধারণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হবে। সাধারণ পরিষদ ট্রাস্ট-এর সকল উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করবেন। ট্রাস্ট-এর সব ধরনের কমিটি গঠন ও বাতিল করবেন। ট্রাস্ট-এর সব ধরনের কমিটি, কর্মসূচি ও প্রকল্প সূচারুরূপে বাস্তবায়নে পরিচালনা পরিষদ সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, পদাবনতি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যে কোন ধরনের কমিটি গঠন অনুমোদন ও বাতিল করবেন। এক্ষেত্রে অন্য কোন সদস্য, কমিটি কিংবা কর্মকর্তা/কর্মচারীর কোন প্রকার মতামত, দ্বিমত কিংবা অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ ট্রাস্ট-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ এবং প্রকল্প বা কর্মসূচি সুচারুরূপে বাস্তবায়নে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

২। উপদেষ্টা পরিষদ:

ট্রাস্ট-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সমূহ বাস্তবায়নে পেট্রন মেম্বার, ডোনার মেম্বার, সাধারণ সদস্যদের মধ্য হতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, স্বনামধন্য, বিশেষ যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন দেশ-বিদেশে অবস্থানরত বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার অধিবাসীদের মধ্য হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে। স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত দেশবরেণ্য গুনীজনদের এক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হবে। এক্ষেত্রে ট্রাস্টি ম্যানেজার-এর প্রস্তাবে সাধারণ পরিষদ উপদেষ্টাদের মনোনীত করবেন। উপদেষ্টাগণ ট্রাস্ট-এর প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে ট্রাস্টি বোর্ড ও ম্যানেজমেন্ট এক্সিকিউটিভ কমিটিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান করবেন।

৩। ম্যানেজমেন্ট এক্সিকিউটিভ কমিটি:

একত্রিশ (৩১) জন সদস্য নিয়ে ম্যানেজমেন্ট এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠিতহবে। ১ জন প্রেসিডেন্ট, ১০ জন ভাইস প্রেসিডেন্ট, ১ জন জেনারেল সেক্রেটারি, ২ জন জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারি, ১ জন ট্রেজারার, ১ জন দপ্তর ও যোগাযোগ সম্পাদক, ১ জন প্রচার ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, ১ জন নোয়াখালী জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক, ১ জন ফেনী জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক, ১ জন লক্ষীপুর জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক, ১ জন আন্তর্জাতিক বিষয়ক সাংগঠনিক সম্পাদক, ১ জন মহিলা বিষয়ক সাংগঠনিক সম্পাদক, ১ জন আইন বিষয়ক সম্পাদক, ১ জন শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক, ১ জন স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক, ১ জন প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক, ১ জন কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্পাদক, ১ জন সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক, ১ জন পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক, ১ জন ম্যারেজ মিডিয়া বিষয়ক সম্পাদক, ১ জন বিনোদন ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক নিয়ে ম্যানেজমেন্ট এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠিত হবে। এ কমিটির মেয়াদ হবে ০৫ (পাঁচ) বছর। ০৫ (পাঁচ) বছর অন্তর ট্রাস্টি বোর্ড নতুন ম্যানেজমেন্ট এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠন করবেন। ট্রাস্টি ম্যানেজার পদাধিকার বলে ম্যানেজমেন্ট এক্সিকিউটিভ কমিটির প্রেসিডেন্ট-এর দায়িত্ব পালন করবেন। ম্যানেজমেন্ট এক্সিকিউটিভ কমিটির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন ধরনের অভিযোগ উত্থাপিত হলে ট্রাস্টি ম্যানেজার ট্রাস্টি বোর্ড সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলে তার পদ সাময়িক বা স্থায়ীভাবে স্থগিত বা প্রত্যাহার হবে। এ বিষয়ে ট্রাস্টি বোর্ড-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, ট্রাস্টি বোর্ড-এর মতামতের ভিত্তিতে ট্রাস্টি ম্যানেজার ম্যানেজমেন্ট এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠনে পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করেন।

৪। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি:

ট্রাস্ট-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সমূহ বাস্তবায়নে গৃহীত প্রকল্পগুলো পরিচালনার জন্য যতো সংখ্যক প্রয়োজন ততো সংখ্যক সদস্য বিশেষ করে উদ্দেশ্যসমূহ বা কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে গৃহীত প্রতিটি প্রকল্পে ১১ থেকে ১৫ জন সদস্যের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠিত হবে। এক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট এক্সিকিউটিভ কমিটির সম্পাদক স্ব স্ব কমিটির প্রজেক্ট ডিরেক্টর এর দায়িত্ব পালন করবেন। প্রয়োজন হলে প্রতিটি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে এক বা একাধিক ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়া যাবে। ম্যানেজমেন্ট এক্সিকিউটিভ কমিটির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট যিনি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এর দায়িত্বপ্রাপ্ত তিনি প্রতিটি প্রজেক্ট-এর কার্যাবলী তদারকী করবেন। এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর-এর প্রস্তাবে এবং ট্রাস্টি ম্যানেজার-এর সুপারিশে ট্রাস্টি বোর্ড প্রতিটি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করবেন এবং প্রজেক্ট পরিচালনার বিধিসমূহ প্রণয়ন করবেন।

৫। সাংগঠনিক কমিটি:

ট্রাস্ট-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে ৫টি সাংগঠনিক কমিটি থাকবে। উক্ত কমিটিগুলো হলো-

(ক) নোয়াখালী জেলা সাংগঠনিক কমিটি
(খ) ফেনী জেলা সাংগঠনিক কমিটি
(গ) লক্ষ্মীপুর জেলা সাংগঠনিক কমিটি
(ঘ) মহিলা বিষয়ক সাংগঠনিক কমিটি এবং
(ঙ) আন্তর্জাতিক বিষয়ক সাংগঠনিক কমিটি।

প্রতিটি সাংগঠনিক কমিটি ন্যূনতম ২৫ (পঁচিশ) জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। ১ জন চেয়ারম্যান, ৫ জন ভাইস চেয়ারম্যান, ১ জন সাধারণ সম্পাদক, ৫ জন যুগ্ম সম্পাদক, ১ জন দপ্তর সম্পাদক, ১ জন প্রচার সম্পাদক, ১ জন তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক ও ১০ জন নির্বাহী সদস্য নিয়ে প্রতিটি সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হবে। সাংগঠনিক কমিটিগুলো ম্যানেজমেন্ট এক্সিকিউটিভ কমিটির প্রেসিডেন্ট-এর সরাসরি নেতৃত্বে পরিচালিত হবে। ট্রাস্টি ম্যানেজার এই কমিটির সদস্যদের নিয়োগ প্রদান করবেন এবং কমিটির কার্যাবলী তদারকি করবেন।

শাখা কমিটি:

দেশের বিভাগীয় শহরে ও বিশ্বের প্রতিটি দেশে যেখানে প্রবাসী নোয়াখালীর অধিবাসীরা অবস্থান করছেন তাঁরা সংগঠিত হয়ে ১টি করে কমিটি গঠন করতে পারবেন। ট্রাস্টি ম্যানেজার-এর সুপারিশে সাধারণ পরিষদ উক্ত কমিটিসমূহ অনুমোদন করবেন। যতদিন পর্যন্ত উক্ত কমিটি সংযোগ নোফেল ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে ততোদিন উক্ত কমিটি কার্যকর থাকবে। ওয়েবসাইট হতে উক্ত কমিটি প্রত্যাহার হওয়া মাত্রই উক্ত কমিটি বাতিল বলে গণ্য হবে, ফলে ওয়েবসাইটে প্রদর্শন প্রত্যাহারের পর হতেই উক্ত কমিটি অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। উক্ত কমিটিতে ২৫ (পঁচিশ) জন সদস্য নিয়ে দেশের বিভাগীয় শহর এবং বহির্বিশ্বের বৈদেশিক, প্রাদেশিক বা সিটি কমিটি গঠন করা যাবে। তবে, সর্বক্ষেত্রে ট্রাস্টি ম্যানেজার-এর অবশ্যই অনুমোদন লাগবে। এক্ষেত্রে সকল বিভাগীয় শহর, বৈদেশিক, প্রাদেশিক বা সিটি কমিটিতে ১ জন সভাপতি, ৪ জন সহ সভাপতি, ১ জন সাধারণ সম্পাদক, ৩ জন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, ১ জন ট্রেজারার, ১ জন সাংগঠনিক সম্পাদক, ১ জন দপ্তর সম্পাদক, ১ জন প্রচার সম্পাদক, ১ জন তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, ১ জন মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ও ১০ জন নির্বাহী সদস্যসহ মোট ২৫ (পঁচিশ) জন সদস্য থাকবে। বিভাগীয় শহর ও প্রতিটি বৈদেশিক, প্রাদেশিক/সিটি কমিটির কার্যাবলী ট্রাস্টি ম্যানেজার তদারকি করবেন, অনুমোদন দেবেন এবং সমন্বয় করবেন।

শেখ নিজাম উদ্দিন মাসুদ
সদস্য সচিব
গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি, সংযোগ নোফেল ট্রাস্ট

সুন্দরবন ভ্রমণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

ডা. এ বি এম হারুন

লতিফা হারুন

নাছির উদ্দিন মাশুক

সেলিনা আক্তার

তাওসিফ বিন মাশুক

মোঃ নুরুল ইসলাম

নাজমুন নাহার (লিপি)

নুর আহমেদ খোকন

মোঃ আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া

রুবাইয়াত ফারজানা

কে বি এম শহীদুল্লাহ

রওশন আক্তার

মোঃ আবু সাঈদ চৌধুরী

আজমিরী খানম

জারিফ সাঈদ চৌধুরী

সারিতা সাঈদ চৌধুরী

সুন্দরবন ভ্রমণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ

মোঃ শরীফুল ইসলাম

মোমেনা আক্তার

ফাতিহা ইসলাম

বজলুর রহমান

উম্মে কুলসুম

আমীরুল হোসেন (আজাদ)

রাবেয়া সুলতানা

মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ মজুমদার

মোঃ ফজলে এলাহী চৌধুরী

মোঃ আবুল বাশার রনি

রাফিয়া ইসলাম

আমির হোসেন জনি

মাহমুদ হাসান

মঈন উদ্দিন সাগর

আবুল বাশার

সুন্দরবন ভ্রমণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

মোঃ নাজিম উদ্দিন মজুমদার

ফাতেমা জাহারা

আয়েশা বিনতে নাজিম

আফিয়া বিনতে নাজিম

আজিজা বিনতে নাজিম

মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন

শারমিন আক্তার

শেখ নিজাম উদ্দিন মাসুদ

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

নুসরাত রহমান চৌধুরী

ইফফাত রহমান চৌধুরী

এ কে এম রবিউর রহমান চৌধুরী

মোঃ মোজাম্মেল হক রিপন

সেলিনা সুলতানা

মায়িশা তাসনিম মৃদুলা

মুনতাহা তাসনিম মেধা

সুন্দরবন ভ্রমণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

মোঃ ইদ্রিছ ভূঁএগা

মুহাম্মদ আবুল বাসার হাজারী

মোহাম্মদ রহিম উল্যা

রেবেকা সুলতানা

হেদায়েত উল্লাহ

এইচ এম কলিম উল্লাহ

রাশেদা আক্তার

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান

আতিকুর রহমান চৌধুরী

কফিল উদ্দিন মাহমুদ

মোঃ জালাল উদ্দিন

মোঃ মুছা মিয়া

স্বপনা রানী শীল

কেশব চন্দ্র মজুমদার

সম্পা শীল

শংকর চন্দ্র দেব নাথ

সুন্দরবন ভ্রমণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

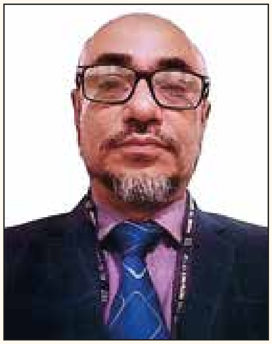
তাজুল ইসলাম ভূঁইয়া

মোহাম্মদ আজম

মোঃ আলী হোসেন মজুমদার

মোহাম্মদ নাঈম উদ্দিন

কাজী ছরওয়ারুল আলম

নিলুফা ইয়াসমিন

কাজী আয়শা আনান

কাজী তাহমিদুল রাওয়াত

নীলুফার ইয়াসমিন

মোঃ বিপ্লব হোসেন

রাফিদ ইন্তাসির

আবিদা সুলতানা

শরীকা শাখাওয়াত

মোঃ ফয়েজুল আলম

মোঃ মসিউল হক

মোঃ বেলাল হোসেন

সুন্দরবন ভ্রমণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

জাহাঙ্গীর আলম

গাজী আবদুল ওহাব

ওমর ফারুক

শেখ ফরিদ আহমেদ

মোঃ নেজাম উদ্দিন

মোঃ শহিদুল ইসলাম চৌধুরী

ফারহান তাসিন চৌধুরী

সাখাওয়াত হোসেন চৌধুরী

বি এম মসি উদ্দিন রইচ মুক্তা

মুনওয়ারা আনজুম (তাসনিয়া)

রকিবুল আলম দেওয়ান

মোঃ কামাল উদ্দিন জাফরী

মোঃ সাইফ উদ্দীন চৌধুরী

সাজেদা আক্তার চৌধুরী

তাসনিম চৌধুরী রাহী

তাওশিফ আহমদ চৌধুরী

সুন্দরবন ভ্রমণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

মোঃ নুরুল হুদা

মোহাম্মদ নুরুল আলম

মোহাম্মদ নুর নবী

মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ

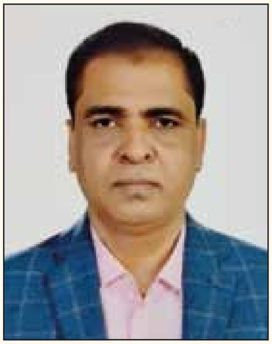
মোঃ শহীদুল্লাহ

রোমানা খানম

মাশরুর রামীম

সালভিয়ানা মাইমি

আবুল কালাম আজাদ

মোঃ নুরুল ইসলাম (নুরু)

মোহাম্মদ নুরুল করিম মুকুল

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির রুমি

মোঃ ইলিয়াছ হোসাইন ভূইয়া

মাহমুদা আক্তার

তাসনীম হোসাইন

মসলেহ উদ্দিন জাহিদ

সুন্দরবন ভ্রমণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

মোঃ জসিম উদ্দিন

সানজিদা আক্তার

তাওহীদ আহমেদ শান

মোঃ তাওহীদ রেজানুর মাসুদ

মনজুরুল ইসলাম

মোঃ জাকির হোসেন

জাবেদ হায়দার জীবন

মিডিয়া পার্টনার

দিদার মজুমদার
প্রকাশক ও সম্পাদক

ফেনীর প্রহর
+৮৮ ০১৬১৩ ৮৮১৭০৯

ফাহিম শাহরিয়ার
ট্রাভেল কনটেন্ট ক্রিয়েটর

নব রস
+৮৮ ০১৩১১ ৭৫৩৫৮২

খুলনা সমন্বয়কারী ও সার্বিক তত্ত্বাবধান

সংযোগ নোফেল ও নোয়াখাইল্যা

ডা. এ বি এম হারুন

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, শমরিতা হাসপাতাল লিমিটেড

বৃহত্তর নোয়াখালীর ফেনী জেলার ফাজিলপুর গ্রামে আমার জন্ম ১২৫২ সালের ৩১ আগস্ট। বর্তমানে আমার বয়স ৭৪ বছর। পেশায় চিকিৎসক। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৭৭ সালে এমবিবিএস সম্পন্ন করি। চিকিৎসা পেশায় আছি ৪৮ বছর ধরে। শুরুতে তিন বছর ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে চাকরির পর ১৯৮০ সালে মধ্যপ্রাচ্যের ইরাকে চাকরি নিই। ইরাক-ইরান যুদ্ধের কারণে বেশি দিন সেখানে থাকা হয়নি।

১৯৮৩ সালে দেশে এসে কিছুদিন বেকার জীবন কাটিয়ে শমরিতা নার্সিং হোম নামে ছোট্ট একটি ক্লিনিক শুরু করি রাজধানীর পরিবাগে, সেটি ছিল ১৫ শয্যার। সে সময় দেশে ছিল মাত্র দুইটি প্রাইভেট ক্লিনিক। দূরদূরান্ত থেকে লোকজন চিকিৎসা নিতে আসত। স্বল্প খরচে চিকিৎসা নিতে পারত। মানুষের আগ্রহ দেখে আমরা বড় একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে গ্রীণ রোডে চলে আসি। ঐ সময় ঢাকার সবচেয়ে বড় প্রাইভেট হাসপাতাল ছিল শমরিতা। সব ধরনের চিকিৎসা দেওয়া হতো এখানে।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এখানে এসে চিকিৎসাসেবা দিতেন। তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক এস জি এম চৌধুরী, অধ্যাপক এম এন আলম, অধ্যাপক গোলাম রসুল, অধ্যাপক এ কিউ এম নুরুল হক, অধ্যাপিকা সুরাইয়া জাবীন, অধ্যাপক আতায়ে রাব্বী, মেজর জেনারেল সিরাজ জিন্নাতসহ আরও অনেকে।

এবার সংযোগ নোফেল সম্বন্ধে বলি। নোফেল এখন নোয়াখাইল্যাদের প্রাণের স্পন্দন। পৃথিবীর যেখানেই যাই সেখানেই নোফেলের বিচরণ। যুক্তরাজ্য, থাইল্যান্ড, কুয়েত, মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশেই নোফেলের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা ও উপহার পাই। অনুষ্ঠান শুরু হলে যেন শেষ হতেই চায় না। নোফেলের সদস্যদের সঙ্গে এখন নিত্য যোগাযোগ। তাদের আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ ও অভিভূত।

সুন্দরবন ভ্রমণ নিয়ে খুবই উচ্ছসিত অবস্থায় আছি। শুধু চিন্তা, সুন্দরবনের দস্যুদের নিয়ে। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংযোগ নোফেলের উদ্যোক্তা নাছির উদ্দিন মাশুককে অনুরোধ করেছি।

পরিশেষে সবার কাছে দোয়া প্রার্থী। বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীর নিয়মিত খেদমত করাই এখন জীবনের লক্ষ্য।

আল্লাহ আমাদের ভালো রাখুক, আমাদের দেশকে ভালো রাখুক। সংযোগ নোফেলের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

সংযোগ নোফেল কুয়েত শাখা কর্তৃক সংবর্ধিত লেখক

শৈশব স্মৃতি

ড. মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন
সাবেক সচিব, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

প্রাণের অনুরণন সংযোগ নোফেল। সুন্দরবন ভ্রমণ উপলক্ষে সংযোগ নোফেলের স্মরণিকা প্রকাশের কথা শুনে শিকড়ের কথা মনে পড়ে গেল, আমার শৈশব। শৈশবের ভুলে যাওয়া স্মৃতি মানসপটে ভেসে উঠল। যে সুযোগ করে দিল সংযোগ নোফেল। তাদের ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না। হারিয়ে যাওয়া শৈশব নিয়ে আমার লেখা। ১৯৬২ সালের ১ জুন নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রাম হাজীপুরে আমার জন্ম। চার বছর বয়সেই বাবা আমাকে, বড় ভাই ফারুক ও কাজিন তাহেরকে হাজীপুর গ্রামের হাজীপুর এ এম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করান। কাজিন তাহের ও আমি সমবয়সী ছিলাম।

আমাদের জন্য গৃহশিক্ষক ছিলেন। তিনি থাকতেন কাচারিঘরে। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুবই খারাপ। শুকনো মৌসুমে হাঁটা আর বর্ষাকালে নৌকা ছিল একমাত্র বাহন । বর্ষাকালে আমরা নৌকায় স্কুলে যেতাম। তখন আমাদের স্বপ্নের শহর চৌমুহনীতে আমরা নৌকায় যাতায়াত করতাম। গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না। কাচারিঘরে হারিকেন ও কুপি বাতি বা চেরাগের আলোয় পড়াশোনা করতাম।

সপ্তম শ্রেণিতে ওঠার পর আমি, বড় ভাই ফারুক ও তাহের কাচারিঘরে থাকা শুরু করি। তখন কাচারিঘর ছিল আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অন্যতম অনুষঙ্গ।

এখন কাচারিঘর, হারিকেন, কুপি বাতি ও গৃহশিক্ষক ঐতিহ্য বিলুপ্তপ্রায়।

নোয়াখালীর আরেকটি ঐতিহ্য ছিল নানান স্বাদের পিঠাপায়েসের প্রাচুর্য । আমি কাচারিঘর, হারিকেন ও নোয়াখালীর ঐতিহ্য পিঠা নিয়ে কিছু আলোচনা করবো।

হারিকেন :

'হারিকেন' নামটা শোনামাত্র অনেকের অতীতের কথা মনে করিয়ে দেয়। এটি গ্রামীণ ঐতিহ্যের প্রতীকগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিদ্যুৎবিহীন গ্রামের অন্ধকার দূর করার একমাত্র অবলম্বন ছিল হারিকেনের আলো।

লেখক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাক হরকরা গল্পে আমরা ডাকপিয়নের লণ্ঠন বা হারিকেন নিয়ে ছোটার কাহিনি পেয়েছি। এখনো গ্রামের কিছু বাড়িতে হারিকেন পাওয়া যেতে পারে, সেগুলো হয়তো ময়লা ও মরচে পড়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

দশম শ্রেণি পর্যন্ত হারিকেনের আলোয় দিয়ে লেখাপড়া করেছি। কালের বিবর্তনে সেই হারিকেন আজ বিলুপ্তির পথে।

কাচারি :

একসময় গ্রামের অধিকাংশ বাড়িতেই ছিল কাচারিঘর। এই কাচারিঘর ছিল গ্রামবাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অংশ। কালের বিবর্তনে এই কাচারিঘর সংস্কৃতি যেন হারিয়েই যাচ্ছে।

গেস্টরুম বা ড্রয়িং রুম আদি ভার্সন কাচারিঘর এখন আর গ্রামীণ জনপদেও দেখা যায় না। মূল বাড়ি থেকে একটু বাইরে আলাদা খোলামেলা ঘর। অতিথি, পথচারী কিংবা সাক্ষাৎপ্রার্থী এই ঘরে এসে বসেন। প্রয়োজনে এক-দুই রাত যাপনেরও ব্যবস্থা থাকত কাচারিঘরে।

কাচারিঘর ছিল বাংলার অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থের আভিজাত্যের প্রতীক। বর্ষাকালে কাচারি ঘরে বসে পুঁথিপাঠ, শায়ের শুনে মুগ্ধ হতেন শ্রোতা।

পূর্বপুরুষদের নানান স্মৃতিবিজড়িত এই কাচারিঘর সত্যিই প্রাচীনতার বার্তা বহন করে।

নোয়াখালীর পিঠা :

নোয়াখালীর ঐতিহ্যবাহী পিঠার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো খোলাজালি পিঠা (বা খোলাজা পিঠা) এবং ম্যারা পিঠা (যাকে দৌল্লা পিঠা বা ছাইন্না পিঠাও বলা হয়)। এ ছাড়া পানতোয়া পিঠাও নোয়াখালীর একটি জনপ্রিয় পিঠা। আরও আছে নারিকেল পিঠা, পুয়া বা তেলের পিঠা, তালের পিঠা, ভাপা পিঠা, নকশি পিঠা ও ঝাল্লাডু (মুড়ি গুড়া ও গুড় দিয়ে তৈরি) ইত্যাদি।

খোলাজালি পিঠা :

এটি চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি একটি সুপরিচিত বাঙালি পিঠা।

ফেনী, লক্ষ্মীপুর এবং বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলে এই পিঠা খুব জনপ্রিয়।

এটি সাধারণত ঘন খেজুরের রস ও নারিকেল দিয়ে খেতে খুব মজা। এ ছাড়াও মুরগি, গরুর মাংসের সাথে পরিবেশন করা হয়।

ম্যারা পিঠা (দৌল্লা পিঠা/ছাইন্না পিঠা) :

এটি নোয়াখালী অঞ্চলের একটি ঐতিহ্যবাহী পিঠা, যা চালের গুঁড়া ও গুড়/ঘন খেজুরের রস দিয়ে তৈরি করা হয়।

এই পিঠাটি গুড় ছাড়া তৈরি করে ভর্তা বা গরুর মাংসের সাথে খাওয়া হয়।

পানতোয়া পিঠা :

এটি নোয়াখালীর একটি ঐতিহ্যবাহী এবং বিখ্যাত পিঠা। এই পিঠাটি ডিম ব্যবহার করেও তৈরি করা হয়, যা ডিম সুন্দরী পিঠা নামেও পরিচিত হতে পারে।

এ ছাড়া এই অঞ্চলে ভাপাপিঠা, ঝালপিঠা, ছাঁচপিঠা, ছিটকাপিঠা, চিতইপিঠা, দুধচিতই, বিবিখানা, চুটকিপিঠা, চাপড়িপিঠা, চাঁদ পাকানপিঠা, ছিটপিঠা, সুন্দরী পাকান, সরভাজা, পুলিপিঠা, পাতাপিঠা, পাটিসাপটা, পাকানপিঠা, পানতোয়া, মালপোয়া, ম্যারাপিঠা, মুঠিপিঠা, আন্দশা, কুলশি, কাটাপিঠা, কলাপিঠা, খেজুরের পিঠা এবং ক্ষীরপিঠাও তৈরি হয়। শীতকালে খেজুরের রসের শিরনি বা পায়েস খুব জনপ্রিয়।

সম্প্রীতির উজ্জ্বল ইতিহাস বৃহত্তর নোয়াখালী

সালেহ আহমেদ

অতিরিক্ত সচিব ও নির্বাহী সদস্য, বেপজা

বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার অধিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতি এ স্বল্প পরিসরে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করা দুরূহ। সম্প্রীতি রক্ষায় এ অঞ্চলের মানুষের অবদান অনস্বীকার্য। সামাজিক এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি এ অঞ্চলে অনন্য নজির স্থাপন করেছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বৃহত্তর নোয়াখালী (বর্তমান নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষীপুর জেলা) একটি ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানকার অধিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক উন্নয়ন ও ধর্মীয় সম্প্রীতির মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তুলেছেন।

১। রাজনৈতিক সম্প্রীতি :

বৃহত্তর নোয়াখালী রাজনৈতিক চেতনায় ঐতিহ্যবাহী একটি জনপদ।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন : মহাত্মা গান্ধী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের নেতৃত্বে নোয়াখালীর মানুষ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন।

ভাষা আন্দোলন (১৯৫২) : নোয়াখালীর ছাত্রসমাজ ও বুদ্ধিজীবীরা বাংলা ভাষার দাবিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১) : দেশকে স্বাধীন করার সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এ অঞ্চলের মানুষ রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন।

স্বাধীনতার পর : গণতন্ত্র, নির্বাচনী রাজনীতি, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ও সামাজিক আন্দোলনে এখানকার জনগণ সক্রিয় রাজনৈতিক চেতনা এখানকার মানুষের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করেছে, আবার গণতান্ত্রিক চর্চাকে শক্তিশালী করেছে।

২। সামাজিক সম্প্রীতি :

বৃহত্তর নোয়াখালী সামাজিকভাবে এক বহুমাত্রিক জনপদ।

গ্রামীণ জীবনধারা : কৃষি, মৎস্য, নৌ-পরিবহন ও ক্ষুদ্র ব্যবসাকে কেন্দ্র করে সমাজ গড়ে উঠেছে।

আন্তসম্পর্ক : এ জনপদের মানুষ একে অপরের সুখ-দুঃখে পাশে দাঁড়ায়। বিবাহ, মৃত্যু, ধর্মীয় উৎসব, হাটবাজার বা মহল্লার আড্ডায় মিলনমেলা সৃষ্টি হয়।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি : মাদ্রাসা, মক্তব, প্রাথমিক বিদ্যালয়, কলেজ, মসজিদভিত্তিক শিক্ষা ও পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার বিকাশ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে।

সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি : পালাগান, ভাঁড় গান, কবিগান, নৌকাবাইচ ইত্যাদি এ অঞ্চলের সামাজিক ঐক্যকে দৃঢ় করেছে।

সহযোগিতার সংস্কৃতি : নদীভাঙন, বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষ একে অপরকে সহায়তা করে। সামাজিক জীবনে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং সহানুভূতি নোয়াখালীবাসীর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৩। ধর্মীয় সম্প্রীতি :

নোয়াখালী অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীও যুগ যুগ ধরে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে। মসজিদ, মন্দির, আশ্রম ও গির্জা পাশাপাশি অবস্থান করে। মুসলমানদের ঈদ, হিন্দুদের দুর্গাপূজা, বৈশাখী মেলা কিংবা বৌদ্ধদের বুদ্ধপূর্ণিমায় সব ধর্মাবলম্বীর মধ্যে আন্তরিকতা দেখা যায়। সুফি সাধক ও ওলিদের প্রভাব এ অঞ্চলে প্রবল ছিল। ধর্মীয় সংস্কৃতি বিকাশে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। ধর্মীয় উৎসবে প্রতিবেশী ধর্মাবলম্বীদের অংশগ্রহণ ও সৌহার্দ্য ঐতিহ্যগতভাবে বজায় আছে। ধর্মীয় সহনশীলতা ও সম্প্রীতি এখানকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার অধিবাসীরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন, সামাজিকভাবে সহযোগিতাপূর্ণ এবং ধর্মীয়ভাবে সহনশীল। রাজনৈতিক পরিসরে নেতৃত্ব দেয়া, সামাজিক বন্ধনে ঐক্য রক্ষা করা এবং বহুধর্মীয় সম্প্রীতির অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সব মিলিয়ে নোয়াখালীবাসী বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সংযোগ নোফেল বিবাহমাধ্যমঃ আস্থা ও আনন্দের গল্প

অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ মোহাম্মদ শামছুদ্দিন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে একটা প্রবাদ আছে- ‘বিয়ে মানে শুধু দু’জন মানুষ নয়, দুইটা পরিবারের মিলন।’ কিন্তু সত্যি বলতে কি, উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী খোজা মাঝে মাঝে মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেউ বলে, ‘পাত্র ভালো, কিন্তু গোঁফটা একটু বেশি’। আবার কেউ বলে, ‘পাত্রী ভালোই, কিন্তু ভাত কম খায়’।- এভাবেই চলে খোঁজাখুঁজি।

এমন ঝাক্কি-ঝামেলায় পড়া পরিবারগুলোর জন্য সংযোগ নোফেল (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুরবাসীর সংগঠন) এগিয়ে এসেছে স্বেচ্ছা সেবামূলক বিবাহ মাধ্যম হিসেবে। সংযোগ নোফেলের মাধ্যমে পরিচিত হওয়া মানেই আত্মবিশ্বাস। কারণ, একই এলাকার মানুষতো!

এক মজার গল্প বলি- একজন বাবা পাত্রের খোঁজে এসে বললেন, ‘আমরা ফেনীর লোক, ওরাতো নোয়াখালীর... মিলবেতো! পাশ থেকে আরেকজন উত্তর দিলেন- চাচা, বিয়ের পরতো ঢাকায়ই বাস করবে, তখন এলাকা মিশে যাবে।’ সবাই হেঁসে উঠলো।

বাণিজ্যিক বিবাহ মাধ্যমে খরচের কারণে অনেকে পিছিয়ে যান। কিন্তু সংযোগ নোফেল বলে, ‘বিয়ের খরচ থাক, পাত্র-পাত্রী খুঁজতে খরচ কেন?’ এখানে কোন অতিরিক্ত চাপ নেই- মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে সব পরিবার সমান সুযোগ পাচ্ছে।

সংযোগ নোফেলের আরেক সুবিধা হলো সংস্কৃতির মিল। ভাবুনতো-

একজন মেয়ে পাত্রকে জিজ্ঞেস করলো,

‘আপনি কি ইলিশ না রুই বেশি পছন্দ করেন?’

পত্র গম্ভীর মুখে বললো- ‘ইলিশ ছাড়া নোয়াখালীর ছেলে কেমন!’

পরিবারের সবাই বুঝে গেল, এটাই সঠিক জুটি।

এখানে শুধু মাত্র পাত্র-পাত্রী নয়, নারীর মর্যাদা ও গুরুত্ব পায়। যৌতুকের ঝামেলা নেই, বরং বলা হয়ঃ ‘মেয়ের শিক্ষাই সবচেয়ে বড় যৌতুক।’

শেষ কথা

সংযোগ নোফেলের বিবাহ মাধ্যম কেবল নামের জন্য মাধ্যম নয়- এটি আস্থা, হাসি আর ঐক্যের জায়গা। তাই যদি আপনার পরিবার বা পরিচিত কেউ পাত্র-পাত্রী খুঁজে থাকেন, নোফেলের দারস্থ হোন। কারণ, ‘বিয়েতে আড্ডা আর আস্থা-দুটোই লাগে, আর সংযোগ নোফেল সেই দুটোই দেয়।’

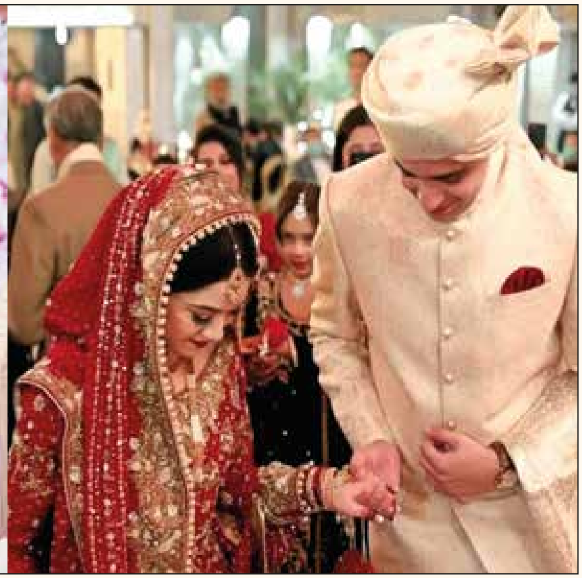

দেশবিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে সংযোগ নোফেল

অধ্যাপক আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ঢাকা কলেজ

বৃহত্তর নোয়াখালী শুধু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ভান্ডার নয়, এটি মানবসম্পদেরও এক বিশাল উৎস। এখানকার শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং কর্মমুখী তরুণ-তরুণীরা দেশ ও বিদেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী। কিন্তু যথাযথ দিকনির্দেশনা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সহযোগিতার অভাবে এই বিপুল মানবসম্পদ আজও পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

প্রথমত, আধুনিক দক্ষতায় পিছিয়ে পড়ার কারণে শিক্ষিত তরুণরা সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হিমশিম খাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, বিদেশি শ্রমবাজারে অর্ধশিক্ষিত তরুণরা সুযোগ পেলেও তারা মূলত নিম্ন আয়ের খাতে সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে, কারণ তাদের কারিগরি ও ভাষাগত প্রশিক্ষণ যথেষ্ট নয়।

তৃতীয়ত, সরকারি-বেসরকারি চাকরির সুযোগ কিংবা বিদেশে কর্মসংস্থানের সঠিক তথ্য অনেকে পাচ্ছে না।

আর সবশেষে, বৃহত্তর নোয়াখালীতে কর্মসংস্থান সহায়ক কোনো সমন্বিত উদ্যোগ এখনো দৃশ্যমান নয়।

তবু আশার দিগন্ত উন্মুক্ত। দেশে সরকারি নিয়োগ, ব্যাংকিং, টেলিকম, স্বাস্থ্যসেবা ও বেসরকারি শিল্প খাতে চাকরির বিশাল বাজার রয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাত এবং ফ্রিল্যান্সিং নতুন প্রজন্মকে আত্মকর্মসংস্থানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। একইভাবে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা ও পূর্ব এশিয়ায় দক্ষ কর্মীর চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। নারীদের ক্ষেত্রেও অনলাইন ব্যবসা, হেলথকেয়ার ও দক্ষতাভিত্তিক খাতে উজ্জ্বল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

সংযোগ নোফেল এর উদ্দেশ্য বৃহত্তর নোয়াখালীর শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ঢাকায় এক বা একাধিক আইটি, ভাষা শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা।

অনলাইনে সরকারি-বেসরকারি চাকরির তথ্যভান্ডার এবং বিদেশগামী শ্রমিকদের সহায়তায় হেল্পডেস্ক তৈরি।

প্রবাসী নোয়াখালীবাসীর সঙ্গে স্থানীয় তরুণদের নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের মাধ্যমে যৌথ কর্মসংস্থান উদ্যোগ চালু করা।

নারী কর্মসংস্থানকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা।

বৃহত্তর নোয়াখালীর তরুণরা বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য এক বিশাল সম্পদ। তাদের সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে শুধু নোয়াখালীর অর্থনীতিই নয়, বরং জাতীয় অর্থনীতিও শক্তিশালী হবে। দক্ষতা, তথ্য ও সহযোগিতা এই তিনটি স্তম্ভে দাঁড়িয়ে নোয়াখালীর শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা বিশ্ব শ্রমবাজারে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারে।

দেশের সরকারি বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠিত কর্মকর্তা, ব্যাংকার, শিল্পপতি ও ব্যাবসায়ীদের সহযোগিতায় বৃহত্তর নোয়াখালীর শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণ-তরুণীদের ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। একইভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রবাসীদের সহযোগিতায় প্রবাসেও বিভিন্ন খাতে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টা সংযোগ নোফেলের।

হুমায়ুন বুলবুলের রাফখাতা

অধ্যক্ষ ডাঃ হুমায়ুন কবীর বুলবুল
সাবেক অধ্যক্ষ, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ

সিডনি আমার জন্য অচেনা শহর। এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন কার্যক্রম শেষ করে বেরিয়ে দেখলাম অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন নাসিম ভাই। কাজিন হাবিবের বন্ধু। আমাদের রেকগনাইজ করতে তার কোন অসুবিধা হয়নি। কিছু ডলার ভাঙালাম। লোকাল একটা সিম কিনলাম। লাইকা মোবাইল। নাসিম ভাইয়ের সাথে কথা বলতে বলতেই দেখলাম দাড়িয়ে আছে নাছিফ, **'সংযোগ নোফেল'** এর উদ্যোক্তা বন্ধু নাছির উদ্দিন মাশুক এর ছেলে। রিসিভ করে হোটেলে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে এসেছে। তাকে ফিরিয়ে দিলাম হোটেলে আসতে বলে। কারণ সে আমার পুর্ব পরিচিত এবং ঘরের মানুষের মতো। কিন্তু যিনি পুর্বে রিসিভ করেছেন, তার সাথে প্রথম দেখা। ছোট ভাইয়ের অনুরোধে এসেছেন। তার আগ্রহকে খাটো করে দেখা উচিত হবে না ভেবে তার গাড়ীতে করে হোটেলে পৌছালাম।

পরের দিন সিডনি অপেরা, হারবার ব্রীজ, ডারলিং হারবার, ক্রুজ, হাইড পার্ক, বুন্ধাই বীচ আর শহরটা দেখা এ নিয়েই সিডনি কাটলো। ডা: তাহিতি তাবাসসুম এলো শেষ দিনের বিকেলে। তাহিতি আর আমি ওরিয়েন্ট ডেন্টালে কয়েক বছর একসাথে কাজ করেছি। পূর্ণতা (আমার মেয়ে) তখন খুব ছোট। তবুও তাহিতির কথা তার খুব মনে আছে। তাহিতিকে পেয়ে পূর্ণতার মাও খুব উৎফুল্ল। আমরা সিটি ট্যুরে বেরুলাম। তাহিতির দুলাভাই পাকিস্তানি আরবাব খান ড্রাইভ করছিলেন। খুবই আন্তরিক মানুষ। ভীষণ ভালো লাগলো ভাইকে। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থাৎ ৫ আগস্ট'২৪ পরবর্তী পরিস্থিতিতে অনেক সন্তোষ নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন এবং বাংলাদেশ ভ্রমনের সুতীব্র আকাঙ্খা প্রকাশ করলেন। মনে হলো বাংলাদেশ শশুর বাড়ি হলেও এতো বছর আগ্রহে ভাটা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি সরকার পরিবর্তনের পর পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের **'মেলায় হারিয়ে যাওয়া ভাইকে ফিরে পাওয়ার'** যে সম্পর্ক তাতে ভাই এর মধ্যে আশাবাদ তৈরি হয়েছে শ্বশুরালয়ে বেড়ানোর। আমাদের খুব এন্টারটেইন করেছেন। তাকে আমার তরফ থেকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছি ।

ডা: নাহিদ সায়মা মিতার বাসায় সিডনির প্রায় সকল ডেন্টিস্ট পরিবারকে আমন্ত্রণ করেছিল উইকেন্ড রাতে, তার নতুন আবাসনে। নতুন বাড়ির ডিটেইলস মাসখানেক পূর্বে মিতা ফেসবুকে আপলোড যখন করেছিল তখন কমেন্টে লিখেছিলাম 'দেখবো'। কিন্তু আমার স্ক্যাজুয়েলের সাথে ম্যাচ না হওয়ায় সে প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়নি ।

মিতার বাঙালী মহলে খুব সুনাম। বিশেষ করে আমাদের সিডনীস্হ প্রফেশনাল অনুগামীদের। ওদের প্রতি সে সর্বদাই যত্নবান বলে শুনেছি। এফডিআই কংগ্রেস '২৩ সিডনিতে যখন অনুষ্ঠিত হলো তখন আমার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে একটা বৃহৎ গেট-টুগেদারের আয়োজন করেছিল। অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের সকল ডেলিগেট ঐ অনুষ্ঠানটির খুব প্রশংসা করেছিল। দেশে তার ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখা হলে এজন্য সোসাইটির পক্ষ থেকে সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম।

সিডনি থেকে মেলবোর্ন পৌছলাম কোয়ান্টাস এয়ারওয়েজে। মেলবোর্ন এয়ারপোর্টে অপেক্ষমান সামীর। প্রিয় শেকোর অনুজ। আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিল। গাড়ীতে যেতে যেতেই ওর সাথে অনেক বিষয়ে আলাপ হলো। বেশ স্মার্ট, অনেক জ্ঞান রাখে। রাজনীতি করে। সামীর অস্ট্রেলিয়ার লিবারেল পার্টির নেতা। লোকাল নির্বাচনে প্রার্থীও হয়েছিল। সন্ধ্যায় ওর পার্টির ভিক্টোরিয়ায় 'LIBERAL VALUES IN THE WEST' হেডে একটি বড় প্রোগ্রামে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি এব্বোটসহ বিভিন্ন স্টেটের লীডাররা এসেছিলেন। সেখানে শেকোর সাথে গিয়েছিলাম। এ রকম একটা এক্সক্লুসিভ প্রোগ্রামে আমাকে অতিথির তালিকায় রাখায় নিজেকে অনেক সম্মানিত বোধ করেছি। রাতেই শেকো নিয়ে গেলো ডা: অভিকের বাসায় প্রায় দেড় ঘন্টার ড্রাইভ। অভীক চাকমা ঢাকা ডেন্টাল কলেজের ২৯ ব্যাচ। ঢাকায় খুব ভালো প্র্যাক্টিস। সপরিবারে তার বোনের বাসায় উঠেছে মাস ছয়েক আগে। তার বাসায় আমাদের মানে পুর্ণতা এবং উম্মে পুর্ণতার ('উম্মে পুর্ণতা' টার্মটি শেকোর কাছ থেকে শেখা) পুর্ব নির্ধারিত আমন্ত্রণ ছিল। ওর বোন-ভগ্নিপতি অমায়িক মানুষ । সেখানে ২৯ ব্যাচের ডা: শম্পাসহ অনেক বাঙালি পরিবারের সাথে দেখা হলো। খুব এনজয় করলাম।

পরের দু'দিন শেকো আমাদের নিয়ে উইরবী, জিলং ওয়াটার ফ্রন্ট, উইন্সক্লিফ থেকে ফেরীতে দি গ্রেট ওশেন রোড হয়ে সরেনটো, সরেনটো থেকে সাগরের তীর ঘেঁষে রোজবাড, ফ্রাংকস্টোন হয়ে আবার মেলবোর্ন পৌছে সিবিডিতে রেসিং স্টেডিয়াম, ক্রাউন ক্যাসিনো, লং টেনিস টার্ফ, মেলবোর্ন জু, ভিক্টোরিয়া ন্যাশনাল গ্যালারীসহ দর্শনীয় স্থানসমুহ ঘুরে দেখালো।

এখানে দেখা হয়ে গেলো আব্দুল আওয়াল, মাহবুব জ্যাকি, শহীদুল ইসলাম ও নীতিশ এই ডাক্তার চতুষ্টয়ের সাথে। এতে এই সিটি ট্যুরটি আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠলো। তারা চায়না এফডিআই উপলক্ষ্যে বেরিয়েছে, অস্ট্রেলিয়া থেকে চায়না যাবে।

শেষ দিবসে শেকোর স্ত্রী এসে হোটেল থেকে নিজে ড্রাইভ করে বাসায় নিয়ে গেল। আংকেলের (শেকোর বাবা) সাথে অস্ট্রেলিয়ান শ্রীলংকান এসোসিয়েশনের উদ্যোগে স্থাপিত মসজিদে আংকেলের ইমামতিতেই নামাজ আদায় করলাম। শেকোর স্ত্রী শপিং-এ নিয়ে গেল। বাসায় বহু পদের সুস্বাদু খাবার রান্না করে খাওয়ালো। এর মাঝে এক বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়াতো, আরেকজনকে নিয়ে আসা, তার কর্মযজ্ঞের যেন শেষ নেই, অসাধারণ এক ম্যানেজারিয়েল ক্যাপাসিটি। চা পানের বেশী অভ্যাস আছে জেনে আন্টি (শেকোর মা) বারবার নিজ হাতে চা বানিয়ে দিলেন। পুরো পরিবারের এ রকম একটি সুন্দর আতিথেয়তা পেয়ে আমি সত্যিই শুধু আপ্লুত নই, কিছুটা বিব্রতও। কারণ জীবনভর আমি দেশে-বিদেশে এ রকম বহু মানুষের কাছে থেকে সহযোগিতা-সহমর্মিতা-আন্তরিকতা-ভালোবাসা-সম্মান-মর্যাদার অধিকারী হয়েছি যার প্রতিদান ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি প্রদর্শনের সুযোগ সচরাচর পাই না। এ প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডে আমার বন্ধু-দম্পতি নুরুল করিমের স্মৃতিটিও ভেসে উঠলো। করিম আমার বাল্যবন্ধু। ইংল্যান্ডে সে সোশ্যাল ভলান্টিয়ার। নিজেকে ভেঙ্গে, গুড়িয়ে অঙ্গার করে সে পরিণত হয়েছে এক খাঁটি সোনায়। নুরুল করিম আমার ৫ বছর বয়সী মেয়ে পুর্ণতাকে দিনভর অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির পুরো ক্যাম্পাসে ঘুরিয়েছে। তার থিম ছিল যে বয়সে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম জানতাম না, সে বয়সে পূর্ণতা অক্সফোর্ড দেখলো, নিশ্চয়ই তার মনে এর একটা ইতিবাচক ছাপ পড়বে। তা ছাড়াও স্ত্রীকে শতভাগ মর্যাদায় মূল্যায়নের যে চিত্র আমি বার্মিংহামের বন্ধু করিমের কাছে দেখেছি, এ কয়দিনে শেকোর মধ্যে আমি তা-ই আবিষ্কার করলাম। আমি এ সব দেখে ঋদ্ধ হই।

দিনব্যাপী নানা কর্মযজ্ঞ শেষে শেকোর এয়াপোর্টে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে পরম করুণাময় মহান আল্লাহতায়ালার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন ও প্রার্থনা সহকারে ঢাকার উদ্দেশ্যে মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সে আরোহন করলাম ।

ও! পুরো লেখায় এতোবার শেকো, শেকো করলাম, অথচ তার পরিচয়টা দিলাম না। তার অনেক পরিচয় আছে।
সব পরিচয় ছাপিয়ে শেকো হচ্ছে পীরে কামেল হযরত মাওলানা গোলাম মোঃ ফজলুল হক (হাফিজুল্লাহ) সাহেব।
সাং- দত্তের চর, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ ।
যার আধ্যাত্মিক দর্শন হচ্ছেঃ
‘সবাইরে পার করে
যে জন রয় পারে,
আমি মানুষ বলি তাঁরে।’

অস্ট্রেলিয়া সফরে
স্বপরিবারে লেখক

উচ্চশিক্ষায় সংযোগ নোফেলের ভূমিকা

মোঃ জাহাঙ্গির আলম (জাহিদ)
ডেপুটি রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংযোগ নোফেল বৃহত্তর নোয়াখালীর বিশ্বব্যাপী একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। এটি একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন, দেশে বিদেশে অবস্থানরত বৃহত্তর নোয়াখালীর অনেক সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ অত্র গ্রুপে সংযুক্ত আছেন এবং প্রতিনিয়ত সংযুক্ত হচ্ছেন। এই সংযোগ নোফেলের উদ্দেশ্য হলো বৃহত্তর নোয়াখালী অর্থাৎ নোয়াখালী - ফেনী - লক্ষ্মীপুর জেলার মানুষগণ দেশে বিদেশে অবস্থান করছে তাদের সাথে সংযুক্ত হয়ে পারস্পরিক প্রয়োজনে সহযোগিতা করা। ইতোমধ্যে পৃথিবীর প্রায় ২৮টি দেশে সংযোগ নোফেল সংযুক্ত হতে পেরেছে বলে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত এবং দূর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি পৃথিবীর সকল দেশে বসবাসরত বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার মানুষের কল্যাণে আসার জন্য।

শিক্ষা হলো আলোর দিশারী, আর সেই আলোয় আলোকিত মানুষই সমাজ ও জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রেই বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা বাংলাদেশে এক অনন্য ভূখন্ড। সমুদ্রবন্দরের সম্ভাবনা, উর্বর কৃষি, নৈসর্গিক সৌন্দর্য, প্রাণবন্ত সংস্কৃতি, সর্বোপরি অসংখ্য গুণী মানুষের চারণভূমি হিসেবে এই অঞ্চল সব সময়ই এক ভিন্ন মর্যাদায় আসীন। শিক্ষা সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাজনীতি থেকে শুরু করে ব্যবসা-বানিজ্যের ক্ষেত্রে বৃহত্তর নোয়াখালীর মানুষ যুগে যুগে রেখেছে গৌরবজ্জল ভূমিকা। দেশ গড়ার প্রতিটি সোপানে এখানকার মানুষের মেধা, পরিশ্রম ও সততা এক অমূল্য সম্পদ হয়ে কাজ করছে।

সম্ভাবনার অনন্য এই চারণভূমি থেকেই আগামী দিনের আরো অনেক নেতৃত্ব উঠে আসবে, এ বিশ্বাস থেকেই গড়ে উঠেছে আমাদের সংযোগ নোফেল। ২০২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠন দেশের ভেতর ও প্রবাসে অবস্থানরত বৃহত্তর নোয়াখালীর সন্তানদের এক সুতোয় গেঁথে একে অপরের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এর বহুমূখী কর্মপরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম উদ্যোগ মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান- যা শুধু অর্থনৈতিক সহায়তাই নয়, বরং এক শক্তিশালী প্রেরণা, যাতে আমাদের শিক্ষার্থীরা স্বপ্নের ডানায় ভর করে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা জয় করতে পারে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, মেধাবী শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানো মানে শুধু একজনকে সহায়তা করা নয়, বরং গোটা সমাজ ও জাতিকে সমৃদ্ধ করা। উচ্চশিক্ষার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিটি তরুণ-তরুণী যেন দারিদ্র বা সুযোগের অভাবে থেমে না যায়- এই লক্ষ্যেই শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম। দেশে কিংবা বিদেশে উচ্চশিক্ষা অর্জনের স্বপ্ন যারা দেখছে, সংযোগ নোফেল সেই স্বপ্ন পূরণের সেতুবন্ধন হতে চায়।

বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা যেভাবে তার গুণ, ঐতিহ্য ও সাহসিকতার পরিচয়ে সমৃদ্ধ, আমরা চাই এখানকার নতুন প্রজন্মও জ্ঞান, সততা, মানবিক মূল্যবোধ ও শিক্ষার শক্তি নিয়ে বিশ্ব দরবারে নিজেদের মেলে ধরুক। সংযোগ নোফেলের এই মহৎ প্রয়াসকে সফল ও টেকসই করতে দেশ-বিদেশের সকল শুভাকাঙ্খীর সহযোগীতা ও আন্তরিক অংশগ্রহণ আমাদের একান্ত কাম্য।

প্রবাসে উচ্চশিক্ষায় নোফেল পরিবার

SONGJOG NOFEL
শেকড়ের সন্ধানে, ঐতিহ্যের পুনর্গঠনে সুন্দরবন ভ্রমণ...

মোঃ আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি

বিশ্বজুড়ে ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জোট যেমন SAARC, ASEAN, অট নতুন সংজ্ঞা দিচ্ছে সম্পর্কের, ঠিক তখনই **SONGJOG NOFEL** (Noakhali, Feni, Lakshmipur) মানবিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণের অঙ্গীকার বহন করছে। এটি শুধুমাত্র ভৌগোলিক সংযোগ নয়, বরং নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর-এর অভিন্ন শেকড় ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে গড়া একটি আত্মিক বন্ধনের নাম। ১৮২১ সালে জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও তিন জেলার ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস ও সামাজিক মূল্যবোধে আজও আছে একাত্মতা। প্রায় ৭৩ লাখ মানুষের এই অঞ্চলে রয়েছে বহুমাত্রিক দিক ও কর্মশক্তির অপার সম্ভাবনা।

ঐতিহাসিক ঐক্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

নোয়াখালী প্রাচীন বঙ্গের অংশ ছিল যেখানে সাম্রাজ্য যেমন সমতট, পুন্ড্র ও হরিকেলা প্রভাব ফেলেছিল। ফেনীর ইতিহাস পাঁচ হাজার বছরের পুরনো, যা প্রাচীন সমাচারে বন্দী। লক্ষ্মীপুর অঞ্চলের কমলনগর থেকে শুরু করে রামগতিতে রয়েছে সমৃদ্ধ মৎস্যজীবী ঐতিহ্য। ত্রিপুরা রাজ্যের কাছাকাছি হয়ে প্রবাহমান এ তিন জেলার নদী ও চরাঞ্চল কৃষি ও মৎস্যজীবনের প্রাণকেন্দ্র। শেকড়ের ভাষা নোয়াখাইল্লা উপভাষা। বাউল গান, পালাগান, লোকনৃত্য ও পুথিসাহিত্য স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রাণ।

গুণীজন ও গৌরবময় ইতিহাস

নোয়াখালীর জমিদারি সংস্কৃতির আদলে আছে কোভিডন্ত্রক বাড়ি যেমন কালান্ডি জমিদার বাড়ি, যা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি। দেশকে মুখরিত করেছেন অসংখ্য গুণীজন:

- জহির রায়হান: ফেনীর সন্তান, মুক্তিযুদ্ধ ও মানবিক বিষয় নিয়ে কালজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাতা।
- আবদুল মালেক উকিল: নোয়াখালীর প্রখ্যাত আইনজীবী, সাবেক সংসদ স্পিকার ও গণতন্ত্রের প্রবক্তা।
- ড. মো. আবুল খায়ের: লক্ষ্মীপুরের চিকিৎসা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী।
- ভাষা সৈনিক আবদুল জব্বার ও বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন: এ অঞ্চলের বীর যোদ্ধা ও শহীদগণের মধ্যে অন্যতম গৌরব।

তাছাড়া, আবুধারার মাওলানা, সাহিত্যিক আবদুল হাকিম, রাজনীতিতে বরাবর আধুনিক নেতৃত্ব প্রদানের নজির থেকেছে।

অর্থনীতি ও মানব উদ্যোগের মেলবন্ধন

এই অঞ্চলের অর্থনীতি কৃষি, মৎস্য, রেমিট্যান্স ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংমিশ্রণ। লক্ষ্মীপুরের চৌধুরীহাট ইলিশ, ফেনীর মুহুরী সেচ কল্প ও নোয়াখালীর নতুন ভাসান চরের কৃষি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। নারিকেল ও সুপারি উৎপাদনে দেশের বৃহত্তম অংশ এ অঞ্চলের। **SONGJOG NOFEL** জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা ও দুর্যোগে মানবিক সহায়তায় সক্রিয়।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আধুনিক যোগাযোগ

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ আধুনিক শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র। ফেনীর সরকারি জিয়া মহিলা কলেজ নারীর শিক্ষার অগ্রদূত। অঞ্চল জুড়ে স্বাস্থ্যসেবা ও কমিউনিটি ক্লিনিক মানুষের জীবন রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। **SONGJOG NOFEL** এর ওয়েব-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম WhatsApp, Facebook, Zoom দেশের ভিতরে ও বাইরে ছড়িয়ে থাকা সদস্যদের একসঙ্গে আনে।

ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক পর্যটন

- বজরা শাহী মসজিদ (নোয়াখালী): মুঘল স্থাপত্যের অসাধারণ নিদর্শন, ৩০০ বছরের ইতিহাস।
- নিঝুম দ্বীপ ও হাতিয়া: প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য পর্যটনের উৎকৃষ্ট স্থান।
- মুহুরী সেচ প্রকল্প (ফেনী): দেশের বৃহৎ সেচ প্রকল্প, কারিগরি দক্ষতার মেলবন্ধন।
- কমলনগর ও রামগতি (লক্ষ্মীপুর): মেঘনা নদীর তীরে মৎস্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার।

SONGJOG NOFEL: এক ঐক্যবদ্ধ উজ্জীবিত জনপদ

SONGJOG NOFEL এক মানবিক ও সাংস্কৃতিক প্যাটফর্ম, যা পরিচিতি, সহযোগিতা ও উদযাপনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। রক্তদান, চিকিৎসা সাহায্য থেকে দুর্যোগ প্রশমন পর্যন্ত সদস্যদের নিয়ে দেশ-বিদেশের মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য নাম। আগামী অক্টোবরের সুন্দরবন ভ্রমণ শুধুমাত্র আনন্দ নয়, বরং শেকড়ের পুনর্গঠন ও ঐক্যের উদযাপন হবে।

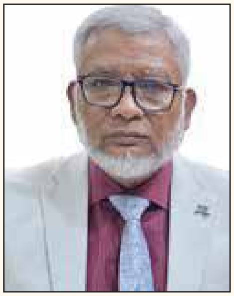

আর্থসামাজিক উন্নয়নে জাকাতের ভূমিকা

আবুল কালাম আজাদ
মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স পিএলসি

জাকাতের লক্ষ্যই হচ্ছে দারিদ্রতা হ্রাস, যা সামাজিক নিরাপত্তার মূল শক্তির জোগানদাতা। জাকাত বণ্টনের ৮টি খাতের মধ্যে ৪টি হচ্ছে ফকির, মিসকিন, দাসমুক্তি এবং ঋণগ্রস্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য। এতে স্পষ্টই বোঝা যায়, দুস্থ, অভাবগ্রস্ত, মানুষের দারিদ্রতা দূর করে সুখী সমৃদ্ধ একটি টেকসই সমাজ পরিচালনা করাই হচ্ছে জাকাতের মূল লক্ষ্য ।

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে জাকাত ধনীদরিদ্রের মধ্যে আর্থসামাজিক সেতুবন্ধন তৈরি করে। একমাত্র জাকাতব্যবস্থা বিত্তশালীদের সম্পদে বঞ্চিতদের অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের কাছে টেনে নেয়, বৈষম্য দূর করে সাম্য-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্ব ভিত্তিক কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য ভূমিকা রাখে। দুশ্চিন্তামুক্ত সমাজ গঠনে জাকাতব্যবস্থার মাধ্যমে জাতি সম্পূর্ণরূপে দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারে। জাকাত ব্যবস্থাপনায় একটি সুখী, সুন্দর ও উন্নত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিত্তশালী মুসলমানদের জাকাত অর্থনৈতিক নিরাপত্তার চাদরে সমাজকে ঢেকে ফেলে। হতদরিদ্রদের অর্থের জোগান দেয়, মৃত্যুর পরও তার পরিবার পরিজন ও সন্তানদের লালনপালন করার ব্যবস্থা করে। বেকার, অক্ষম, বিকলাঙ্গ, রুগ্ন ও বিধবাদের সম্মানজনক জীবনযাপনের নিশ্চয়তা দেয়। এ লক্ষ্যে সংযোগ নোফেল উদ্যোগ নিয়েছে।

সংযোগ নোফেল সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। এটি বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীর একটা অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী প্ল্যাটফর্ম। নোয়াখালীর 'নো', ফেনীর 'ফে' আর লক্ষীপুরের 'ল' নিয়ে সৃষ্টি সংযোগ নোফেল। আগের এক জেলা, বর্তমানে যা তিন জেলায় বিভক্ত। জেলা তিনটা হলেও আচার-আচরণ কৃষ্টিকালচারে সবাই নোয়াখাইল্যা। সংযোগ নোফেল বৃহত্তর নোয়াখালীর এক অটুট বন্ধন। এই বন্ধনকে আরও শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে উদ্যোক্তারা নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। যার একটি জাকাত ফান্ড।

দারিদ্রপীড়িত সমাজে আমাদের অনেক পরিবার বেশ কষ্টে বসবাস করছে। সবার খবর আমরা জানি না। একটু খেয়াল করলে খোঁজখবর নিলে আমরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারব। সংযোগ নোফেল সে সব পরিবারকে খুঁজে বের করবে, যারা সত্যিই অভাবী, তাদের স্বাবলম্বী করতে সংযোগ নোফেল জাকাত ফান্ড নিয়ে এগিয়ে এসেছে। শুরুতে বেশি নয়, তিন জেলার নয়টি পরিবার নিয়ে এই উদ্যোগ শুরু হতে পারে। হয়তোবা আরও বেশি পরিবারের সহযোগিতায় তাদের পাশে দাঁড়ানোও আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে ইনশা আল্লাহ। যেসব পরিবারের পাশে আমরা দাঁড়াতে চাই সেসব পরিবার যেন এই জাকাতের মাধ্যমে তাদের অভাব পূরণ করে স্বাবলম্বী হতে পারে এবং ভবিষ্যতে নিজেরাই জাকাত নিয়ে অন্যের পাশে দাঁড়াতে পারে, এটাই সংযোগ নোফেলের প্রত্যাশা। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও আমরা আমাদের শ্রম ও মেধা দিয়ে এই সংগঠনের মাধ্যমে সাধ্যমতো কিছু করার প্রত্যাশা নিয়ে শুরু করেছি সংযোগ নোফেলের সাথে আমাদের যাত্রা।

বেকারদের মুখে আনতে হাসি, আমাদের চেষ্টা রাশি রাশি
কর্মসংস্থানের সেতু গড়ে, জীবন সাজাই নতুন করে
বেকার নয় হবে কর্মী, আশার পথে গড়ি ধরনি।
হৃদয়ভরা অঙ্গীকার, কাজে জাগে সুখের দ্বার।
জনতার কল্যাণে, আর্তমানবতার পাশে
রবের সাহায্য নিয়ে, আমরা আছি
সংযোগ নোফেলের সাথে।

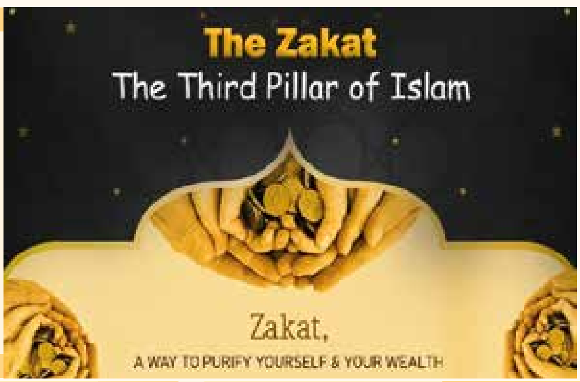

সংযোগ নোফেল ও বৃহত্তর নোয়াখালীর সামাজিক ঐক্য

মোঃ আনোয়ার হোসেন

বিভাগীয় প্রধান, কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স বিভাগ, এনসিসি ব্যাংক পিএলসি

সাম্প্রতিক বছরে বৃহত্তর নোয়াখালীর বন্যার ভয়াবহতা আমাদের অনেকদিন মনে থাকবে। বন্যায় উদ্ধার তৎপরতা, ত্রাণ বিতরণ, চিকিৎসা সহায়তা, পরবর্তীতে পুনর্বাসন উদ্যোগ ছিল চোখে পড়ার মত। **সংযোগ নোফেল** বন্যায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। আমরাও যার যার অবস্থান থেকে কেউ শ্রম দিয়ে, কেউ অর্থ দিয়ে আবার কেউবা বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে পাশে থেকেছি। এই দৃশ্য কেবল সহায়তার প্রতিফলন নয়; এটি বৃহত্তর নোয়াখালীর সামাজিক সংযোগ এবং সহযোগিতার জীবন্ত উদাহরণ। শুধু প্রাকৃতিক দূর্যোগ নয়, বিভিন্ন উৎসবেও আমরা এরকম সহযোগিতার অনেক দৃষ্টান্ত দেখেছি।

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, মিথস্ক্রিয়া ও একতার মাধ্যমে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং সম্পদ বিনিময় ঘটে, যা ব্যক্তিগত, পরিবারিক এবং এলাকাভিত্তিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। সে লক্ষেই সংগঠক নাছির উদ্দিন মাশুক ভাই এর এক অনন্য উদ্যোগ ' সংযোগ নোফেল', যার সুফল বৃহত্তর নোয়াখালীবাসী ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছে। **'সংযোগ নোফেল'**-এর পরিচালন কাঠামো নিয়েও আমি খুব আশাবাদী। এ সংগঠন বিশ্বব্যাপী নোয়াখাইল্লাদের বন্ধন বজায় রাখবে যুগ যুগান্তরে। **'সংযোগ নোফেল'** নিয়ে বিস্তারিত হয়ত অন্যান্য প্রবন্ধে থাকবে। আমি সংক্ষেপে বৃহত্তর নোয়াখালীতে সামাজিক সংযোগের প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে চাই।

মানব ইতিহাসে দেখা গেছে, সামাজিক সংযোগ মানুষকে মানসিকভাবে শক্তিশালী করে, শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে সহায়তা করে এবং রাজনৈতিক ও নাগরিক জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। বিশেষ করে বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলে সামাজিক সংযোগ ও সহযোগিতা শুধুমাত্র দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ নয়, বরং প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং সাংস্কৃতিক সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে সামাজিক সংযোগ মানসিক সুস্থতা, আত্মবিশ্বাস এবং সমন্বয় ক্ষমতা বাড়ায়। পরিবার, বন্ধু এবং সহকর্মীদের সহায়ক সম্পর্ক মানুষের মধ্যে আত্মীয়তা ও নিরাপত্তার অনুভূতি তৈরি করে। বৃহত্তর নোয়াখালীর গ্রামে বড় পরিবারগুলো একসঙ্গে বসবাস করে এবং ছোটখাট সমস্যার সমাধানও সকলের অংশগ্রহণে করা হয়। প্রবীণদের পরামর্শ গ্রহণ, নবীনদের মঙ্গল কামনা, এমনকি দৈনন্দিন কৃষিকাজে সহায়তা-সবই ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও সামাজিক সম্প্রীতির অংশ। সামাজিক সংযোগের মাধ্যমে মানুষ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা ভাগাভাগি করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, নৌকা চালানো বা জাল তৈরির দক্ষতা প্রজন্মের পর প্রজন্মে স্থানীয় সমাজে সঞ্চারিত হয়। যারা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন তারা প্রায়শই একাকীত্ব, হতাশা এবং মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়, যা ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।

শিক্ষা সামাজিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া শেখার গুণগত মান বাড়ায়। গ্রাম বা শহরে শিক্ষক ও অভিভাবক একত্রিত হয়ে পাঠশালা বা শিক্ষামেলা আয়োজন করে। এতে কেবল পড়াশোনা নয়, শিশুরা দলবদ্ধভাবে কাজ করার মানসিকতাও শিখে। অনলাইন ফোরাম ও আন্তর্জাতিক শিক্ষামূলক নেটওয়ার্ক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধারণার সঙ্গে পরিচিত করায়। এছাড়াও পরামর্শদাতা এবং সহপাঠী নেটওয়ার্ক শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ও পেশাগত সফলতার দিকে পরিচালিত করে। সামাজিক সংযোগ শিক্ষার ক্ষেত্রে দলবদ্ধ চিন্তা, সমস্যা সমাধান এবং সৃজনশীলতার বিকাশে সহায়ক। ছোটবেলায় দেখেছি গ্রামীণ স্কুলগুলোতে শিশুদের লোকগীতি ও জারিগানের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হত, যা একসঙ্গে শেখার আনন্দ এবং সামাজিক মনোভাব তৈরি করে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নেও সামাজিক সংযোগ অপরিহার্য। বৃহত্তর নোয়াখালীতে মাছ ধরা বা কৃষিকাজের ক্ষেত্রে মানুষ একে অপরের সহযোগিতা করে। উদাহরণস্বরূপ, মাছ ধরার সময় জেলেরা নৌকা, জাল ও অন্যান্য সরঞ্জাম ভাগাভাগি করে ঝুঁকি কমায়। কৃষকরা ফসল বপন ও কাটার মৌসুমে একে অপরকে সাহায্য করে। স্থানীয় মেলা ও বাজারে অংশগ্রহণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক শক্তিশালী করে। খাদ্য ও মাছের লেনদেন শুধু অর্থনৈতিক ক্রয়-বিক্রয় নয় বরং সামাজিক বন্ধন ও আস্থা বৃদ্ধির মাধ্যম। সামাজিক আস্থা ও সহযোগিতা বাজার সম্প্রসারণ এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়াও, পরিবার ও সম্প্রদায় পর্যায়ে ঋণ, বিনিয়োগ এবং সহায়তার চুক্তি সামাজিক নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করে।

বৃহত্তর নোয়াখালীর সমাজ পরিবারকেন্দ্রিক এবং গ্রামীণ সমাজে শক্তিশালী। প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা, আত্মীয়তার দৃঢ় সম্পর্ক এবং গ্রামের মুরুব্বিদের সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ দৈনন্দিন জীবনের অংশ। বৃহত্তর নোয়াখালীর উপভাষা 'নোয়াখাইল্যা',

ভাটিয়ালি গান, জারিগান এবং নৌকা বাইচ- এসব লোকজ ঐতিহ্য কেবল বিনোদন নয়, ইতিহাস ও মূল্যবোধ সংরক্ষণের মাধ্যম। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় গ্রামের সমস্ত মানুষ অংশ নেয়, এটি কেবল খেলাধুলা নয় বরং সামাজিক সংহতিরও প্রতীক।

ঈদ, দুর্গাপূজা, নবান্ন উৎসব এবং পহেলা বৈশাখের মেলাগুলো পরিবার ও প্রতিবেশীদের একত্রিত করে। এই সময়ে খাদ্য, পানীয় এবং স্থানীয় কারুশিল্পের প্রদর্শনী সামাজিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে।

যে কোন প্রতিযোগিতা শেষে গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে জয়ী দলকে অভিনন্দন জানায় এবং বিজিত দলকে উৎসাহ দেয়। এই দৃশ্য কেবল খেলা নয়; এটি বৃহত্তর নোয়াখালীর সামাজিক সংযোগ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সহযোগিতার চেতনার প্রতিফলন। সামাজিক সংযোগ ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে মানসিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করে। যে সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, বিশ্বাস ও ঐক্য দৃঢ়, সেই সমাজ শুধু সংকট মোকাবেলা করে না বরং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নও অর্জন করে। বৃহত্তর নোয়াখালীর সামাজিক বন্ধন, উৎসব, লোকসংগীত, কারুশিল্প আমাদের শেখায় মিলিত প্রচেষ্টা এবং একতার মাধ্যমে সমাজের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব।

উপকূলীয় ও নদীভিত্তিক এলাকার কারণে বৃহত্তর নোয়াখালী ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদী ভাঙনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয়। এই সময়ে মানুষ ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণ, বাঁধ রক্ষা, ত্রাণ বিতরণে সহযোগিতা করে। ফসল কাটার সময় প্রতিবেশীরা একে অপরকে সাহায্য করে, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। কৃষি ও মৎস্যজীবিকা ক্ষেত্রেও সহযোগিতা অপরিহার্য। উৎসবের সমন্বয় ও সহযোগিতার উদাহরণ বৃহত্তর নোয়াখালীর একতার অনুভূতি, আনন্দ এবং সামাজিক বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে।

এ সংক্ষিপ্ত লেখায় আমি বলার চেষ্টা করেছি যে, বৃহত্তর নোয়াখালীর মানুষজন ঐতিহ্যগতভাবে সামাজিক সংযোগে সংযুক্ত। পরোপকারী মনোভাব পোষণ করে। কারণ শুধু নিজের স্বার্থ নিয়ে ভালো থাকা যায় না। ভালো থাকতে হলে সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে হয়। নিঃস্বার্থ মানসিকতা এনে দিতে পারে মানসিক প্রশান্তি। ধরণীর বুকে নেমে আসতে পারে স্বর্গসুখ। কবির ভাষায়-

‘পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলই দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।’

সংযোগ নোফেলের উদ্যোগে ২০২৪ সালে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ।

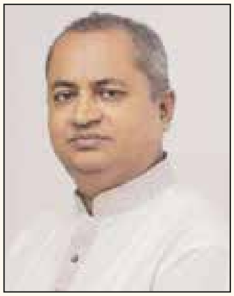

সংযোগ নোফেল হোক বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতির প্রতিভূ

জহিরুল আলম পাটোয়ারী সিরাজ
সাংবাদিক ও কলামিস্ট

১১৩ বছর আগে নোয়াখালীবাসীর সুখেদুখে পাশে দাঁড়াতে যে সংগঠনটির সৃষ্টি তার নাম নোয়াখালী সমিতি। কালের বিবর্তনে নোয়াখালী থেকে সন্দ্বীপ আলাদা হয়ে যায়। নোয়াখালী হয়ে যায় তিনভাগে বিভক্ত। নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর– নোফেল। এই তিন জেলাকে ঐক্যের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ করতে সৃষ্টি সংযোগ নোফেলের। যেই সংযোগ ভারতবর্ষের কলকাতা থেকে শুরু হয়েছিল, তা সম্বন্ধে আসুন জেনি নেই।

বাংলাদেশের একটি ছোট্ট জেলা নোয়াখালী। এর লোকসংখ্যা অন্যান্য জেলার তুলনায় বেশি। আবাদি জমির স্বল্পতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদীভাঙন ইত্যাদি কারণে জেলার বহুসংখ্যক অধিবাসী একসময় জীবিকার সন্ধানে দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েন। তদানীন্তন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী কলকাতা সমগ্র ভারতের বিশেষ করে বাংলার প্রাণকেন্দ্র ছিল। শিল্প, বাণিজ্য ও কলকারখানায় সমৃদ্ধ এই মহানগরীর হাতছানিতে স্বাভাবিকভাবেই সমুদ্রোপকূলবর্তী বহু নোয়াখালীবাসী ছুটে যান। জীবিকার সংস্থানে বিভিন্ন পেশায় তাঁরা আত্মনিয়োগ করেন। অনেকে আসেন রাজধানীর বিশিষ্ট বিদ্যাপীঠে উচ্চতর শিক্ষা লাভের আশায়। গড়ে ওঠে নোয়াখালীর একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ।

বৃহত্তর কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসকারী এসব লোককে একত্র করে তাঁদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বভাব সৃষ্টি এবং আপদবিপদে একে অন্যকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে এই জেলার কতিপয় উদ্যমশীল উচ্চশিক্ষার্থী যুবকের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে জনকল্যাণমূলক সংস্থা নোয়াখালী সম্মিলনী। যাঁরা এ সম্মিলনী গঠনে প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ব্যারিস্টার হেমন্তকুমার ঘোষ, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ওবায়দুল্লা ও অ্যাডভোকেট রামদয়াল দে অন্যতম। জেলার সব সম্প্রদায়ের এই মিলিত প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে প্রবাসী নোয়াখালীবাসীদের এবং জেলার অভ্যন্তরীণ উন্নতিকল্পে কাজ করে আসছিল। কিন্তু কালক্রমে কিছুসংখ্যক সদস্যের আচরণে এর অধিকাংশ মুসলিম সদস্য তাঁদের জন্য একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

প্রায় ১১৩ বছর আগে ১৯১২ সালে বেকার হোস্টেলে একটি ছাত্রের কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এটি বাস্তবরূপ নেয়। ওই বছরের শেষদিকে সন্দ্বীপনিবাসী মাস্টার্সের ছাত্র ফজলুল হক বেকার হোস্টেলে হঠাৎ কলেরায় আক্রান্ত হন। তাঁর নিকটাত্মীয় রুহুল আমিন চৌধুরীসহ অন্য ছাত্রবন্ধু পালাক্রমে তাঁর সেবাশুশ্রূষায় নিয়োজিত হন। শেষ পর্যন্ত এই রোগে ফজলুল হক মারা যান। সেবাশুশ্রূষা এবং পরবর্তী সময়ে তাঁর দাফনকাফনে নানান সমস্যা হয়। ফজলুল হকের দাফনকাফনের পর রুহুল আমিন চৌধুরী ও তাঁর ছাত্রবন্ধুরা একটি কল্যাণ সমিতি গঠনের উদ্যোগ নেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় এবং নোয়াখালীর অন্যতম কৃতী সন্তান নবাব বদরুদ্দিন হায়দর চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় ‘নোয়াখালী মুসলিম স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন’ নামে ১৯১২ সালের ৫ অক্টোবর এই সমিতির ভিত্তি স্থাপিত হয়। ছাত্রদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলেও চাকরিজীবী ও অন্যান্য পেশার লোকজনও এই সমিতিতে যোগ দেন। কলকাতাপ্রবাসী নোয়াখালীর মুসলিম ছাত্র ও জনগণের কল্যাণার্থে গঠিত এই অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সেক্রেটারি রুহুল আমিন চৌধুরী এবং সভাপতি নবাব বদরুদ্দিন হায়দর চৌধুরী। অন্য যাঁরা প্রথম উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন তাঁদের মধ্যে আজিমউদ্দিন আহামদ বিএল, খান বাহাদুর আবদুল গোফরান, খান বাহাদুর বদিউর রহমান ও ফজলুল হক এমএ অন্যতম। এসব কর্মীপুরুষের মহৎ প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে কর্মীদের প্রাণে অদম্য প্রেরণা জুগিয়েছিল, যার ফলে এই সমিতি ১১৩ বছর ধরে টিকে আছে স্বমহিমায়। এই উপমহাদেশে এরকম কোনো অ্যাসোসিয়েশন কালের আঘাত উপেক্ষা করে এত সুদীর্ঘকাল টিকে আছে কি না, সন্দেহ।

গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান, দুস্থ ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য, বেওয়ারিশ লাশ দাফন ইত্যাদি সেবাকর্ম ছাড়া বেকার কর্মসংস্থান, হজযাত্রীদের সহায়তাদানসহ প্রবাসী নোয়াখালীবাসীদের সব সমস্যা সমাধানে অ্যাসোসিয়েশন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। ১৯৩৬ সালে তুরস্ক ও বিহারের ভূমিকম্পের সময় দুর্গতদের সাহায্যে এই অ্যাসোসিয়েশন অবদান রেখেছে। কলকাতা ও অন্য কোনো জেলায় এরূপ প্রতিষ্ঠিত কোনো সমিতি না থাকায় সবাই এই সমিতির সদস্যপদ গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। অনেকে আবার এর কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতেন। বাটানগর হতে শ্যামবাজার পর্যন্ত বৃহত্তর কলকাতা ও এর পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল পর্যন্ত এর কার্যপরিধি প্রসারলাভ করে। এর বার্ষিক মিলাদ মাহফিল, বার্ষিক সম্মেলন এবং বিশেষ করে ব্যালটের মাধ্যমে বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের সময় কর্মচাঞ্চল্য ও উদ্দীপনা সব মহলে বেশ সাড়া জাগাত। তখনকার বাংলার বরণীয় ব্যক্তি যথা নবাব মোশারফ হোসেন, নওয়াবজাদা কমরুদ্দিন হায়দর, নবাব হাবিবুল্লাহ বাহাদুর, খাজা নাজিমুদ্দিন, স্যার আবদুল হালিম গজনবী, স্যার এ রহিম সিআই, এ কে ফজলুল হক, স্যার আদমজী, হাজি দাউদ, এম এম ইস্পাহানি, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বাটা কোম্পানির প্রধান জন বাটা প্রমুখ এই অ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

কলকাতায় অবস্থানকালে অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব কোনো অফিসঘর ছিল না। যিনি যে বছর সেক্রেটারি নিযুক্ত হতেন, তাঁর বাসায় বা মেসে অ্যাসোসিয়েশনের অফিসের কাগজপত্র রাখা হতো এবং সভাপতি, সহসভাপতি বা সদস্যদের বাসায় এর সভা অনুষ্ঠিত হতো। বার্ষিক সভা ও মিলাদ মাহফিল অধিকাংশ সময় কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় অথবা অন্য কোনো পাবলিক হলে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতো। পরবর্তী সময়ে মাদ্রাসা আলিয়ার পাশে কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানে অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতো। অন্যান্য জেলার আগ্রহী সদস্যরা দলে দলে এসব সভায় যোগদান করতেন। বার্ষিক নির্বাচনে বিভিন্ন গ্রপ হলেও সাধারণত দুটি গ্রুপ নির্বাচনে অংশ নিত এবং নির্বাচন শেষ হওয়ার পর সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সবাই একযোগে সমিতির কাজে আত্মনিয়োগ করতেন।

নোয়াখালী পৌরসভার স্মারকগ্রন্থে মকবুল আহমদের লেখায় জানা যায়, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর সমিতির অফিস কলকাতা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। তখন সমিতির সেক্রেটারির দায়িত্বে ছিলেন হাজি ফরিদউদ্দিন মাহমুদ। তাঁর আহ্বানে এ এ অদুদ, মকবুল আহমদসহ কিছু নতুন কর্মী অ্যাসোসিয়েশনের পুনর্গঠনের কাজে এগিয়ে আসেন। প্রথমে তাঁরা ঢাকা শহরে সমিতির একটি অফিস স্থাপনের উদ্যোগ নেন। এই উদ্দেশ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের উত্তর পাশে একটি অস্থায়ী টিন শেড ক্রয় করা হয়। এবং সেখানে সমিতির একটি রিডিং সেন্টার ও লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের কাছে বলে তখন এই সেন্টারে বেশ জনসমাগম হতো। এতে অ্যাসোসিয়েশনের সুনাম যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। পরে ঢাকার বিখ্যাত শহীদ নাজির লাইব্রেরির সব আসবাব ও পুস্তক এই অ্যাসোসিয়েশনকে দেওয়া হয়। শহীদ নাজির ছিলেন নোয়াখালীর ফেনী এলাকার এক কৃতী সন্তান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সের ছাত্র ছিলেন। ১৯৪২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ও মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে একটি বিরোধ মেটাতে গিয়ে তিনি আত্মাহুতি দেন। মৃত্যুর পর নাজিরের ছাত্রবন্ধুরা তাঁর নামে এই লাইব্রেরি স্থাপন করেন।

১৯৫৬ সালে সরকার রাস্তার পাশের ঘরগুলো তুলে নিতে বলায় অ্যাসোসিয়েশনের অফিসটি মরহুম ড. এ এইচ এম মহীউদ্দিনের শান্তিনগরের ভাড়া বাড়িতে স্থানান্তর করা হয়। ওই বছরই অ্যাসোসিয়েশনের জন্য ৩২ নাজিমুদ্দিন রোডের দোতলা ভবনটি প্রায় ৩০ হাজার টাকায় কেনা হয়। এ এইচ এম মহীউদ্দিন জেলার এক কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন। দায়িত্ব পালন করেন এই অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতির। তিনি আলআজহার বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করার পর বরিশালের চাখার কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন। সেখান থেকে লন্ডনের মেনচেস্টারে ইসলামিক রিচার্স সেন্টারে ডাইরেক্টরিয়েটে যোগদান করেন। ১৯৬০ সালে সেখানে তিনি মারা যান। কানাডায় অবস্থানকালে তিনি একবার অ্যাসোসিয়েশনের ছাত্রবৃত্তির জন্য বেশ কিছু টাকা পাঠিয়েছিলেন।

নিজস্ব ভবন ৩২ নাজিমুদ্দিন রোডে আসার পর অ্যাসোসিয়েশনের কাজকর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করে। এবং এর কাজকর্মে একটি সুষ্ঠু পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এই সময় সমিতির কার্যক্রম ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকার তেজগাঁও, নাখালপাড়া, নারায়ণগঞ্জ, আদমজীনগর, ঘোড়াশাল, টঙ্গী ও নরসিংদীতে এর কেন্দ্র খোলা হয়।

এসব অনেক আগের কথা। বর্তমানে এটি বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতি। নোয়াখালী এখন ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুরে বিভক্ত। পৃথক তিনটি জেলা। আর বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতি এক পোড়োবাড়ি। নাজির লাইব্রেরির বই তো দূরের কথা, নোয়াখালী সমিতিতে একসময় লাইব্রেরি ছিল, বাড়িটিতে গেলে কেউ এ কথা বিশ্বাস করবে না। ৩২ নাজিমুদ্দিন রোডের দ্বিতল বাড়িটিই শুধু রয়েছে। আর কিছুই নেই। নেই পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া সেই ইতিহাসের দলিল। নেই সমৃদ্ধ লাইব্রেরির সেই অবয়ব। একসময় সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ছিল, অফিসঘর ছিল, ল্যান্ডফোন ছিল, চেয়ার-টেবিল, আলমারিসহ অনেক কিছুই ছিল। এখন কিছুই নেই। দোতলায় উঠলে গা ছমছম করে। সুনসান নীরবতা। বাড়ির ছাদ গাছাগাছালিতে ভরা। যেন নাজিমুদ্দিন রোডের মধ্যে একটি ভুতুড়ে বাড়ি। বাড়িটিতে ঢুকতে প্রথম চোখে পড়ে একটি ক্লাবঘরের। পুরান ঢাকার কতিপয় লোক এটাকে ক্লাব হিসেবে ব্যবহার করেন। বাড়িটির নিচতলার একপাশে রয়েছে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী নীরব হোটেলের মালিক আনোয়ার হোসেনের ফার্নিচারের গুদাম। আরেক পাশে সিরামিকে কারুকাজ করা হয়। যাঁরা এই কারুকাজ কাজ করেন, তাঁদের একজন জানালেন, বংশপরম্পরায় তাঁরা এই ব্যবসা করছেন। তাঁর বাবা, দাদাও এই সমিতির নিচতলায় এই কাজ করতেন। তবে নোয়াখালী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুল আউয়াল তাঁদের বলে গেছেন, নিচতলায় যাই করো; দোতলায় উঠবে না। তাঁরা সে কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেও দোতলায় এখন আর কিছুই নেই। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আউয়াল সাহেব আর জীবিত নেই। তাঁর বাড়ি লক্ষ্মীপুরে। গুলিস্তানে হোমিও ওষুধের দোকান ছিল। সমিতি-অন্তঃপ্রাণ ছিলেন তিনি। সভাপতি ফেনীর সাবেক এমপি মোশাররফ হোসেনও মারা গেছেন। সহসভাপতি ও ঢাকাস্থ ফেনী সমিতির সাবেক সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান দুলালও বেঁচে নেই।

একসময়ের ঐতিহ্যবাহী এই সমিতি। যার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। ঢাকার পুরোনো ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা এটি। যা বাংলাদেশের পুরোনো ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য রক্ষা করার দায়িত্ব সবার। আজ ঢাকায় নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার নামে ভিন্ন ভিন্ন সমিতি রয়েছে। ওই সব সমিতির কার্যক্রমও চলছে ঠিকমতো। জৌলুসের অভাব নেই সেখানে। কারও কারও নিজস্ব ভবনও রয়েছে। তাহলে বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতির এই অবস্থা হবে কেন?

এই নোয়াখালীর সুনাম সর্বজনবিদিত। বাংলাদেশের মধ্যে বৃহত্তর নোয়াখালী এক সমৃদ্ধ জনপদ। যার রয়েছে হাজার বছরের ঐতিহ্য। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে এই সমৃদ্ধ জনপদের রয়েছে কিংবদন্তিতুল্য গৌরবগাথা। নোয়াখালীবাসী যেখানে গিয়েছে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সংগ্রামী জাতি হিসেবে পরিচিত। এই সমৃদ্ধ জনপদের পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া ঐতিহ্য বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতির আজ করুণ দশা। সংযোগ নোফেলের উদ্যোগে প্রাণ ফিরে পেতে পারে নোয়াখালী সমিতি। সংযোগ নোয়াখালীর মাধ্যমে আরেকবার প্রাণ ফিরে পাক 'বৃহত্তর নোয়াখালী' নামে নয় আগের নামে 'নোয়াখালী সমিতি'। এই উদ্যোগ সংযোগ নোফেল ছাড়া কেউ পারবে না। তাই সংযোগ নোফেলের কাছে প্রত্যাশা নোয়াখালী সমিতি পুনর্গঠনে উদ্যোগী হোন। পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া এই সমিতি নোফেলের মাধ্যমে প্রাণ ফিরে পাবে এই প্রত্যাশা বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীর।

ডিজিটাল অগ্রযাত্রায় সংযোগ নোফেল

মো. জসিম উদ্দিন
হিউস্টন, টেক্সাস, আমেরিকা

সংযোগ নোফেল - নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুরের হৃদয়ছোঁয়া সেতুবন্ধন।

নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর- এই তিন জেলার প্রবাসী ও দেশীয় মানুষের হৃদয়ের বন্ধনকে দৃঢ় ও সংগঠিত করার যে মহান স্বপ্ন, তা আজ বাস্তব রুপ পেয়েছে **'সংযোগ নোফেল'**-এর মাধ্যমে। এটি কেবল একটি সংগঠন নয়- এটি একটি চেতনা, একটি অঙ্গীকার, একটি আলোকবর্তিকা যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ঐক্য, সহযোগিতা ও গর্বের পথ দেখায়।

প্রারম্ভিক যাত্রা ও স্বপ্নদ্রষ্টা

নোফেলের সূচনা হয় এক অনন্য ব্যক্তিত্ব জনাব নাছির উদ্দিন মাশুক সাহেবের হাত ধরে। তিনি শুধু স্বপ্ন দেখেননি- তিনি সেই স্বপ্নকে বাস্তবতায় রুপ দিতে নিরলস পরিশ্রম করে চলছেন। তাঁর নেতৃত্বে, আহ্বানে এবং আন্তরিকতায় অসংখ্য মানুষ এই সংগঠনের সাঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

প্রথমে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নোফেলের কার্যক্রম, স্বপ্ন ও বাস্তবতা দেখে সবাই আজ এক গর্বিত পরিবারের অংশ। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে নোফেল আজ একটি সুসংগঠিত প্ল্যাটফর্ম, যেখানে জ্ঞান, দক্ষতা ও মানবিকতা একত্র হয়েছে।

নেতৃত্বের সফলতা ও গৌরব

নাছির উদ্দিন মাশুক সাহেবের নেতৃত্বে নোফেল শুধু ডিজিটাল সংযোগে সীমাবদ্ধ নয়- তিনি এমন সব ব্যক্তিত্বকে অন্তর্ভূক্ত করেছেন, যারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনন্য:

- প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তা ও কর্পোরেট নেতা
- বিচারপতি ও আইনজীবি
- বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক
- সমাজসেবী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

এই গুনীজনদের উপস্থিতি নোফেলকে করেছে আরও শক্তিশালী, বিশ্বাসযোগ্য এবং মর্যাদাপূর্ণ।

অর্জন ও মাইলফলক

নোফেল ইতোমধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার কিছু হয়তো প্রচারের আলোয় আসেনি কিন্তু প্রভাব রেখেছে গভীরভাবে:

- বনশ্রী কেয়ার হাসপাতাল ও শমরিতা হাসপাতাল লিমিটেড-এর সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি, যা সদস্যদের চিকিৎসায় বিশেষ সুবিধা প্রদান করবে
- প্রবাসে থেকেও স্বদেশের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার- নোফেলের অন্যতম পরিচয়
- সদস্যদের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানো, মানবিক সহায়তা ও তথ্যভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ।

ভবিষ্যতের স্বপ্ন

নোফেলের অন্যতম লক্ষ্য হলো ঢাকায় একটি নিজস্ব ভবন প্রতিষ্ঠা করা, যা হবে:

- প্রবাসীদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়
- চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আগতদের জন্য ঘরের মতো পরিবেশ
- মিলনমেলার প্রাণকেন্দ্র
- স্মৃতিময় ঠিকানা, যেখানে নোফেল-এর ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষিত থাকবে

এছাড়া ভবিষ্যতে গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে, যা সদস্যদের নিরাপত্তা ও সেবায় নতুন মাত্রা যোগ করবে।

সুন্দরবন ভ্রমণ- ২০২৫

আসন্ন 'সুন্দরবন ভ্রমণ- ২০২৫'-এ যারা অংশ নিচ্ছেন, তাদের জন্য রইল আন্তরিক শুভকামনা-

আপনাদের যাত্রা হোক নিরাপদ, আনন্দময় ও স্মরণীয়।

যারা যেতে পারেননি, তাদের জন্যও শুভেচ্ছা-

ইনশাআল্লাহ, আগামীতে আমরা সবাই একসঙ্গে হবো, হাসিমুখে মিলিত হবো নোফেল-এর ছায়াতলে।

নোফেল- একটি পরিবার, একটি চেতনা

নোফেল আজ একটি পরিবার, যেখানে নেতৃত্ব, ঐক্য ও সহযোগিতা একত্রে গড়ে তুলেছে এক বিশাল শক্তি।

এই সংগঠনের প্রতিটি সদস্যই একটি গল্প, একটি গর্ব, একটি সম্ভাবনা।

আমরা বিশ্বাস করি- জ্ঞানীগুণী মানুষের সমন্বয়ে নোফেল আগামীতে আরও বড় স্বপ্ন পূরণ করবে।

এই বিশ্বাসই আমাদের পথচলার প্রেরণা।

‘সংযোগ নোফেল ও আমার কিছু কথা’

মোঃ মহিউদ্দিন খোন্দকার

সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, কোম্পানী সচিব ও হেড-অব-এইচআর/এডমিন
এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ও স্বনামধন্য জেলা তথা **‘রয়্যাল ডিস্ট্রিক্ট নোয়াখালী’**। এ নোয়াখালী হতে পৃথক হওয়া দু’টি অন্যতম জেলা ফেনী ও লক্ষ্মীপুর। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮৪ সালে সকল মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা হতে পৃথক হয়ে ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা সৃষ্টি হয়, যা আমার জন্মের তিন বছর পর। সেই ১৯৮৪ সালে ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর পৃথক জেলা হয়েছে, তথাপি এ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ এখনও ফেনী ও লক্ষ্মীপুর বললেই নোয়াখালী বুঝে থাকে। প্রশাসনিকভাবে পৃথক, কিন্তু মানুষের মন-মগজে এখনও তা একক। আমি ফেনী জেলার বাসিন্দা, ২০০৩ সাল হতে ঢাকায় বসবাস করছি। যখনি ঢাকায় বা দেশের অন্য কোন অঞ্চলে কারো সাথে দেখা বা কথা হয় প্রসঙ্গক্রমে জন্মস্থান বা জেলার পরিচিতি আসে তখন ফেনী বললেই বলে থাকে নোয়াখাইল্যা। প্রথম দিকে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করতাম, কিন্তু এখন করিনা, কারণ ভাষা, সংস্কৃতি ও আচরণে প্রায় এক ও অভিন্ন মানুষগুলো সম্পর্কে এমন ভাবাটাই স্বাভাবিক। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে আমার মনে হয় বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীর শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞানেগুণে ও সফলতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে এমন বলে থাকেন। মানুষ বলে নোয়াখাইল্যা নেই বাংলাদেশে এমন কোন জায়গা এবং পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই। দেশের প্রথিতযশা রাজনীতিবীদ, শিক্ষাবীদ, সচিব, ডাক্তার, আইনজীবী, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, সরকারী-বেসরকারী পদস্থ কর্মকর্তা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সকল পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন এই বৃহত্তর নোয়াখালীবাসী। যেখানে যে আছেন নেতৃত্বের সাথে এবং সফলতার সাথে দেশ ও জাতীর কল্যাণে অবদান রাখছেন। ফলে এখন বরং নোয়াখাইল্যা বললে গর্ববোধ করি।

আমাদের প্রিয় জনাব নাছির উদ্দিন মাশুক ভাই এর একনিষ্ঠ উদ্যোগ এবং ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুরের কিছু উদ্যমী ব্যক্তির সহযোগিতায় উক্ত অঞ্চলে মানুষের মেলবন্ধন ও কল্যাণে **‘সংযোগ নোফেল’** গঠিত হয়। এ **‘সংযোগ নোফেল’** গঠিত হওয়ার পর হতে নিজেকে আরও বেশী গর্বিত ও নোয়াখাইল্যা মনে হচ্ছে এবং আনন্দ বোধ করছি যে এর মাধ্যমে বৃহত্তর নোয়াখালীর তিনটি জেলার মানুষের সাথে মেশার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমার জানামতে ইতোমধ্যে দেশ-বিদেশে অবস্থানরত ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুরের অধিবাসীরা **‘সংযোগ নোফেল’**-এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং সকলে এর উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় যার যার অবস্থান থেকে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে **‘সংযোগ নোফেল’** বেশ কিছু দৃশ্যমান কাজ করেছে, যা সত্যিই অসাধারণ। কম খরচে নোয়াখালীবাসীর চিকিৎসায় ঢাকায় দু’টি হাসপাতালের সাথে চুক্তি, ওয়েবসাইট উদ্বোধন, মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষায় সহযোগিতা, প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ এবং গরীব ও দুস্থ্যদের সাহায্য ইত্যাদি। এছাড়া ঢাকাসহ দেশের প্রতিটি শহরের মানুষের মাঝে এ সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটিয়ে বিদেশের মাটিতেও বিস্তৃতি ঘটানো হয়েছে, যা বেশ প্রশংসনীয়। সম্প্রতি সংগঠনের একটি সভায় ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুরের সফল ও কীর্তিমান ব্যক্তি এবং গুণীজনদের অনেককে একসাথে দেখে আমি অবিভূত। আমার বিশ্বাস এ সকল মানুষের সংস্পর্শ ও নেতৃত্বে **‘সংযোগ নোফেল’** এগিয়ে যাবে বহুদূর এবং বিশেষ ভূমিকা রাখবে মানবতার কল্যাণে।

সংগঠন হলো ঐক্য ও সাম্যের প্রতিক, যা একটি বিশেষ শক্তি। এককভাবে যে কাজ করা কঠিন বা অসম্ভব তা সহজে সম্ভব হয় সংগঠনের মাধ্যমে। ফলে প্রতিটি কল্যাণকর কাজে সকল মানুষকে সংগঠিত থাকা ও সহযোগিতা করা প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের সূরা মায়েদার ২নং আয়াতে বলেন “তোমরা কল্যাণকর ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো, আর মন্দ ও বাড়াবাড়ির কাজে সহযোগিতা করো না”। আমরা মানুষ বিশেষ করে দু’টি উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকি, একটি হলো প্রাত্যহিক জীবন এবং অপরটি হলো মৃত্যু পরবর্তী জীবন। তাই আমাদের প্রতিটি কাজে প্রাত্যহিক জীবনে উদ্দেশ্যের পাশাপাশি মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও সফলতার লক্ষ্য থাকতে হবে। এ বিষয়টি ধারণ ও লালনের মাধ্যমে **‘সংযোগ নোফেল’**-এর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত এবং এর কার্যক্রম পরিচালিত হলে তবে এর সাফল্য ও অগ্রগতি আরো বেশি ত্বরান্বিত হবে।

মানবতার কল্যাণে **‘সংযোগ নোফেল’** যুগ যুগ অবদান রাখবে সে প্রত্যাশা এবং এ সংগঠনের সার্বিক অগ্রগতি ও সফলতা কামনা করছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে প্রতিটি ভালো প্রয়াসকে কবুল করুন এবং সর্বাবস্থায় ভালো ও কল্যাণকর কাজে সহযোগিতা ও সজ্ঞবদ্ধ থাকার তৌফিক দান করুন। **‘সংযোগ নোফেল’**-এর উত্তরোত্তর সফলতা কামনা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শরীর চর্চায় ইয়োগা

কে বি এম সহিদ উল্যাহ
সহসভাপতি, রমনা উষা সংঘ

প্রাকৃতিক উপায়ে নিজেকে রোগ মুক্ত রাখার জন্য মানুষ প্রাচীন কাল থেকে নানান কৌশল আবিষ্কার করেছে। চিকিৎসা ব্যবস্থায় অনেক আধুনিকতা এসেছে ঠিকই, তবে রোগ প্রতিরোধের জন্য এখনো প্রাচীন পদ্ধতিই সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রমাণিত।

আজকে পৃথিবীর অনেক দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রোগ প্রতিরোধে ইয়োগা সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

বিজ্ঞান বলছে যে শর্করা বা- Carbohydrate থেকে পাওয়া গ্লুকোজ এবং অক্সিজেন হলো আমাদের মস্তিষ্কের প্রধান খাবার। আমরা দমের মাধ্যমে সারাদিনে যে পরিমান অক্সিজেন নিই তার ২০% ব্যবহার করে মাত্র ১.৫ কেজি ওজনের এই মস্তিষ্ক । অক্সিজেনকে সারা দেহে এবং ব্রেইন পর্যন্ত পৌঁছানো কাজটি করে রক্ত বা রক্তের লোহিত (লাল) কণিকা। আর রক্ত সরবরাহের কাজটি করে আমাদের হৃদযন্ত্র (Heart)। তাই মস্তিষ্কের সুস্থতার জন্য হৃদযন্ত্রের সুস্থতা অত্যন্ত জরুরী। ইয়োগা শরীরের প্রতিটি কোষে রক্তের সরবরাহ বৃদ্ধি করে। আমাদের শরীরে ছড়িয়ে আছে অসংখ রক্তনালী (Capillaries) এই সুক্ষ রক্তনালীর মাধ্যমে দেহের প্রতিটি কোষে ফ্রেশ অক্সিজেন পৌঁছে দেয় এই রক্তনালী সংকোচন বা নষ্ট হয়ে গেলে সেইসব কোষে রক্ত সরবরাহ বাঁধা পায় ফলে সেই অঙ্গ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। নিয়মিত ইয়োগা করলে এই রক্তনালীগুলো সুস্থ ও সচল থাকে ফলে দেহের ভেতরের জরুরী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকে।

অন্যদিকে আমাদের ফুসফুসের ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার না করার ফলে শরীরে অক্সিজেনের সরবরাহ কম থাকে। কিন্তু নিয়মিত ইয়োগা ও প্রাণায়াম করলে ফুসফুসের ক্ষমতাকে ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়, এমনকি ফুসফুসের ক্ষমতা বৃদ্ধিও করা যায়। ফলে পর্যাপ্ত অক্সিজেন গ্রহণ করে আমরা আরো বেশি কর্মক্ষম, সতেজ ও প্রফুল থাকতে পারি। খাদ্যাভ্যাসের সাথে সাথে নিয়মিত ইয়োগা, প্রানায়াম দিতে পারে সেই কাঙ্খিত লাইফস্টাইল।

আরো গবেষণায় দেখা যায় যে, স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট এর মাধ্যমে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও প্রতিকারে ইয়োগা বিশেষভাবে সহায়ক। এছাড়া (Insomnia) বা অনিদ্রা সমস্যার সমাধানে এবং ঘুমের মান (Sleep Quality) বাড়াতে অত্যন্ত কার্যকর। সার্বিক সুস্থতা, বিশেষ করে মস্তিষ্কের সুস্থতার জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রামের কোন বিকল্প নেই। ইয়োগা হতে পারে সার্বিক সুস্থতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি কার্যকর উপায়।

ইয়োগা আসলে কঠিন কিছু না। এটি অত্যন্ত সহজ একটি ব্যায়াম যা শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি লাভের একটি পরীক্ষিত পথ, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক স্বীকৃত। শুধু জানতে হবে সহজ কিছু টেকনিক এবং নিয়মিত একটু একটু করে অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে। ইয়োগা এমন একটি ব্যায়াম যা আপনি যে কোনো বয়সে করতে পারেন।

সংযোগ-সংলাপ

বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক ডিজিটাল প্লাটফর্ম "সংযোগ-নোফেল"
বিস্তৃতিকরণে আপনার অন্তর্ভুক্তি শীর্ষক
সংযোগ-সংলাপ
NLI
National Life
Insurance Co. Ltd.

বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক ডিজিটাল প্লাটফর্ম "সংযোগ-নোফেল"

সংযোগ-সংলাপ

সংযোগ-নোফেল
বৃহত্তর নোয়াখালীর স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সহযোগী সংগঠন
"সংযোগ-নোফেল" এর উদ্যোগে
আলোচনা সভা ও নৈশভোজ অনুষ্ঠান

সংযোগ–সংলাপ

সংযোগঃ সংলাপ
Economic Express

সংযোগঃ সংলাপ
Economic Express

সংযোগঃ সংলাপ

সংযোগঃ সংলাপ

সংযোগ নোফেল পরিবারের কৃতি ব্যক্তিত্ব

সংযোগ নোফেল পরিবারের কৃতি ব্যক্তিত্ব

সংযোগ নোফেল পরিবারের কৃতি ব্যক্তিত্ব

জনকল্যাণে সংযোগ নোফেল

বৃক্ষরোপনে সংযোগ নোফেল

প্রবাসে সংযোগ নোফেল পরিবার

প্রবাসে সংযোগ নোফেল পরিবার

প্রবাসে সংযোগ নোফেল পরিবার

সংযোগ নোফেল পরিবারের সদস্যেদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা চুক্তি

পিঠা উৎসবে সংযোগ নোফেল

ইফতারে সংযোগ নোফেল

ঈদ আনন্দে সংযোগ নোফেল

টাঙ্গুয়ার হাওরে সংযোগ নোফেল

মে দিবসে সংযোগ-নোফেল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রম দিবসে
সংযোগ-সংলাপ
সংযোগ-নোফেল | SONGJOG-NOFEL
Global Digital Platform of Greater Noakhali

সংযোগ-সংলাপ

সংযোগ নোফেল ওয়েবসাইট প্রস্তুতি কমিটির সভা

স্মরণিকা সম্পাদনা কার্যক্রম

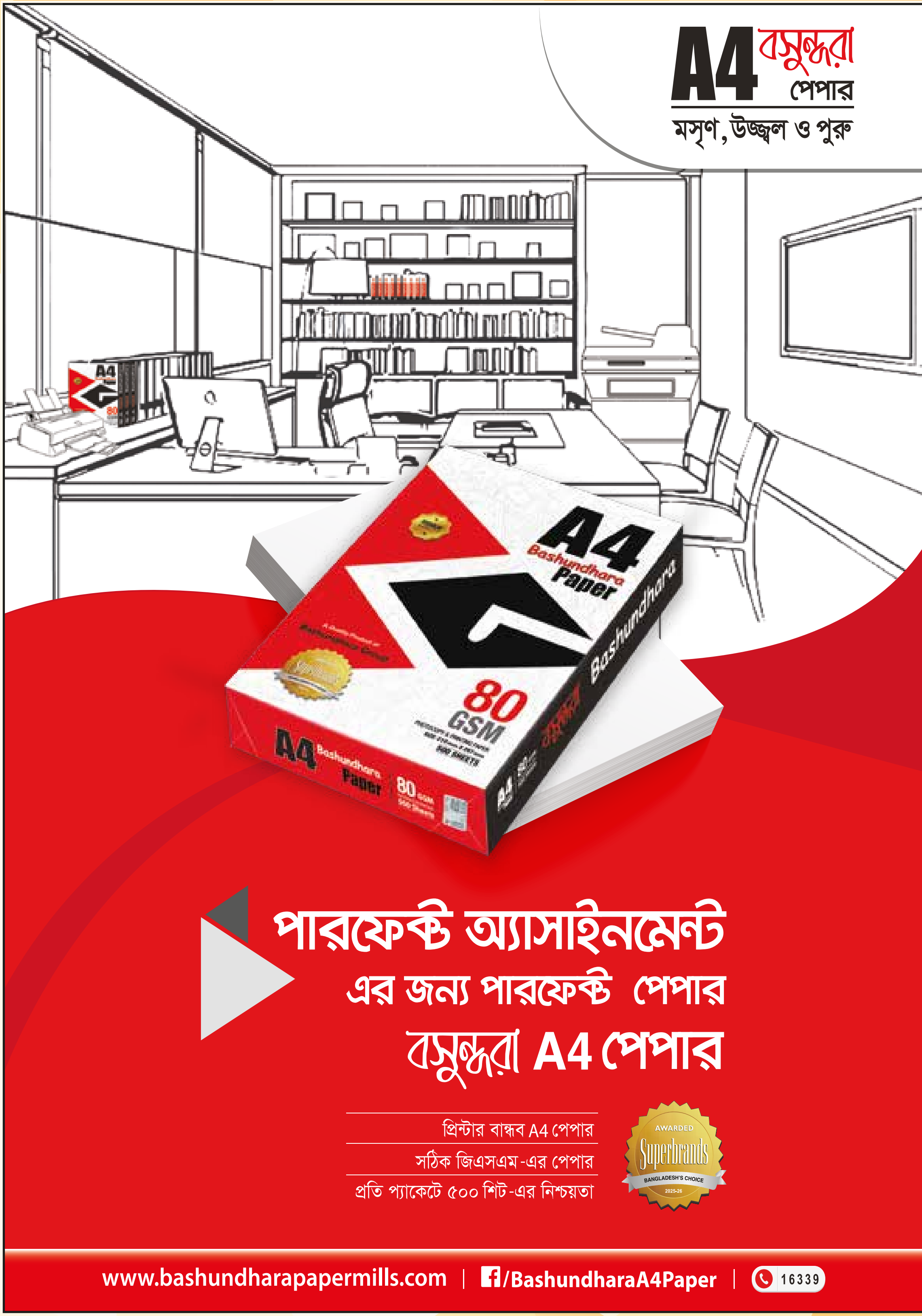
A4 বসুন্ধরা পেপার
মসৃণ, উজ্জ্বল ও পুরু
পারফেক্ট অ্যাসাইনমেন্ট
এর জন্য পারফেক্ট পেপার
বসুন্ধরা A4 পেপার
প্রিন্টার বান্ধব A4 পেপার
সঠিক জিএসএম-এর পেপার
প্রতি প্যাকেটে ৫০০ শিট-এর নিশ্চয়তা
AWARDED
Superbrands
BANGLADESH'S CHOICE
www.bashundharapapermills.com | /BashundharaA4Paper | 16339

NLI Securities Limited

We are at your door step

Services

- Offer trading facilities by experienced traders to ensure your investment timing.
- Ensure the trading environment and providing excellence services.
- Provide up to date capital market related sensitive information & uphold present market scenario.
- Organize investors awareness initiatives.
- Follow rules & regulations of BSEC, DSE & other regulatory bodies.
- Mobile trading / Internet trading

Account Opening

- Any Bangladeshi, Non Resident Bangladeshi or Foreign investor over 18 years may open account individually or jointly, a company may also open corporate account.

Single/Joint Account

1. A complete set of account opening form.
2. Three copies of passport size photograph of each account holder.
3. Copy of Valid Passport/National ID & Bank Certificate/Statement.
4. One copy of nominee's photo duly attested by account holder.

NRB Single/Joint Account

1. A complete set of account opening form.
2. Three copies of passport size photograph of each account holder.
3. Job Certificate or Trade License.
4. One copy of nominee's photo duly attested by account holder.
5. Photocopy of valid Passport.

Institutions

1. A complete set of account opening form.
2. Copy Memorandum & Articles of Association.
3. Copy of Trade License.
4. Board resolution.
5. Three copies of passport size Photograph of authorized person duly attested by the Managing Director/ Proprietor.

N.L.I Tower, 54 Kazi Nazrul Islam Avenue, Kawran Bazar, Dhaka-1215, Bangladesh.
79 Motijheel C/A (1st Floor). Dhaka-1000, Bangladesh,
Nikunja Office:Room # 125, DSE Tower (Level-08) Plot # 46, Road # 21, Nikunja-2 Dhaka-1229
+8809678771266 +88 02 9587958 : nlisecurities244@gmail.com
: www.nlisecurities.com

NCC Bank
VISA
WELCOME
Welcome to the world of
NCC BANK CREDIT CARDS
Where you can experience fantastic benefits & rewards!
SALIENT FEATURES & BENEFITS
Zero annual fee on 12 transactions
Complimentary access to Balaka and Priority Pass Lounge
Complimentary Meet & Greet Service
Up to BDT 40 lacs Insurance Facility
Exclusive Loyalty Program
Tailor-made EMI Programs
Wide range of discounts & yearlong BoGo buffet at renowned restaurants
Flexible and affordable fees & charges
16315
+8809610016315
for local & overseas call
NCC Bank
with you always

Md. Abu Sayeed Chowdhury
Chief Executive Officer

With The Best Compliments

NY TRADING LTD

TREC # 294, Dhaka Stock Exchange Limited

We Safeguard Your Investment

Stock Broker & Stock Dealer

Full Service Depository Participant of CDBL

এখানে

BO Account খোলা হয়।	শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

আমাদের সেবা সমূহ ঃ

- ট্রেড এর সার্বিক সুবিধা সম্বলিত সুসজ্জিত অবকাঠামো।
- মার্জিন বিনিয়োগ সুবিধা।
- মোবাইল / অনলাইন ট্রেডিং সুবিধা।
- টেলিফোনিক ট্রেডিং সুবিধা।
- BEFTN সিস্টেমে অতি দ্রুত টাকা পরিশোধ।
- প্রতিদিন ই-মেইলের মাধ্যমে Portfolio & Trade Confirmation প্রদান।
- সুদক্ষ Portfolio Manager কর্তৃক বিনিয়োগ সেবা প্রদান করা হয়।
- প্রধান অফিস ও একাধিক বর্ধিত অফিস কর্তৃক কাস্টমার সেবা প্রদান করা হয়।
- প্রাতিষ্ঠানিক ও ভি.আই.পি বিনিয়োগকারীদের বিশেষ ট্রেডিং সুবিধা দেওয়া হয়।
- ঘরে বসেই আইপিও আবেদন (মোবাইল/অনলাইন)।

Head Office: Ahmed Tower (4th Floor), 28-30, Kamal Ataturk Avenue, Banani, Dhaka-1213.
Phone : +880 9601121888, +880 1401791015,
Email: info@nytradingltd.com, facebook/ny trading ltd
www.nytradingltd.com

ইঞ্জি. মো. শরীফ উদ্দিন
সি.ই.ও
এসআরএস আইটি

এসআরএস আইটি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, সংযোগ নোফেলের ডাইনামিক ওয়েবসাইট এবং ওয়েব এপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সফলভাবে সম্পন্ন করতে পেরে আমরা গর্বিত। ভবিষ্যতেও এই সংগঠনের উন্নয়ন ও ডিজিটাল রূপান্তরের যাত্রায় পাশে থাকার অঙ্গিকার করছি। সুন্দরবন ভ্রমণের সফলতা কামনা করছি।

এসআরএস আইটি বাংলাদেশের একটি শীর্ষস্থানীয় আইটি ফার্ম। আমাদের লক্ষ্য হলো সময়মতো উচ্চমানের, সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ফলাফল-ভিত্তিক ওয়েবসাইট, সফটওয়্যার এবং ই-কমার্স সাইট তৈরি করা। আমাদের তরুণ এবং অভিজ্ঞ পেশাদাররা তাদের প্রতিভা এবং দক্ষতার সাথে আপনার বিনিয়োগের সর্বোচ্চ রিটার্ন প্রদানের জন্য এখানে আছেন। আমাদের কোম্পানি ইউনিক ওয়েবসাইট এবং সফটওয়্যার তৈরি করে যা আপনার ব্যবসার জন্য প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা এবং উন্নত কার্যকারিতা নিশ্চিত করে।

SRS IT

আমাদের সেবাসমূহ:

১. ডোমেইন এবং হোস্টিং রেজিস্ট্রেশন
২. ডায়নামিক ওয়েবসাইট ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট
৩. ই-কমার্স সাইট ডেভেলপমেন্ট (সিঙ্গেল এবং মাল্টিভেন্ডার)
৪. অনলাইন সংবাদপত্র এবং ই-পেপার ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট
৫. কাস্টম সফটওয়্যার এবং ইআরপি ডেভেলপমেন্ট-
- ✓ ওয়েব ভিত্তিক অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার
- ✓ ওয়েব ভিত্তিক ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার
- ✓ ওয়েব ভিত্তিক এইচআর, পে-রোল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার
- ✓ ওয়েব ভিত্তিক রেন্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার
- ✓ রিয়েল এস্টেট ম্যানেজমেন্ট ইআরপি
- ✓ পয়েন্ট অফ সেলস (POS) সফটওয়্যার
- ✓ স্কুল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার
- ✓ ট্যুর এবং ট্রাভেলস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
- ✓ এমএলএম ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার
- ✓ কুরিয়ার সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
- ✓ ই-প্রেসক্রিপশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
- ✓ ফার্মেসি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
- ✓ হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট ইআরপি
- ✓ ডায়াগনস্টিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
- ✓ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
- ✓ গার্মেন্টস ইআরপি

৬. অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট
৭. সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশন
৮. এসএমএস মার্কেটিং [২২ লক্ষ+মোবাইল নম্বর] (ক্লাব মেম্বার, এসোসিয়েশন, কোম্পানির শীর্ষ পদবি, কর্পোরেট এবং এলাকাভিত্তিক ডাটাবেইজ)
৯. ই-মেইল মার্কেটিং [৫ লক্ষ+ ই-মেইল আইডি] (কর্পোরেট এবং এলাকাভিত্তিক ডাটাবেইজ)
১০. হোয়াটসঅ্যাপ মার্কেটিং (লোকাল এবং ইন্টারন্যাশনাল) ১,৪৮০ জন ক্লায়েন্ট

আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করি। এজন্য আমাদের প্রায় ১০ হাজার নিবন্ধিত ক্লায়েন্ট রয়েছে। তারা আমাদের সহায়তায় খুশি এবং অবশ্যই তাদের ভবিষ্যতের প্রকল্পগুলির জন্য আসবেন। ১,৭৫০টি সম্পূর্ণ প্রজেক্ট আমাদের ক্লায়েন্টরা আমাদের মার্কেটিং পার্সন। তারা আমাদের উন্নতমানের কাজের কারণে আমাদের ব্র্যান্ডের প্রচার করে। মোট প্রকল্পের সংখ্যা কেবল একটি সংখ্যা নয়, এটি আমাদের সক্ষমতার প্রমাণ দেয়।

আপনার সুবিধার্থে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না।

SRS IT
www.srsit.com.bd

বাড়িঃ ৩৮২/বি, মনিপুর, ৬০ ফিট রোড, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ।
মোবাইলঃ +৮৮ ০১৭১২৮০০৯৪৭ (হোয়াটসঅ্যাপ) +৮৮ ০১৭৫২৩৮২৩৬৬
ই-মেইলঃ info@srsit.com.bd, ওয়েবঃ https://srsit.com.bd

ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক অগ্নি, নৌ, মোটর ও বিবিধ বীমা ব্যবসায় প্রকৃত তাকাফুল বাস্তবায়নে আমরাই এগিয়ে

'আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ'

আমাদের বৈশিষ্ট্য

১. শরীয়াহ্ ভিত্তিক পরিচালিত;
২. লাভ-লোকসান বীমা গ্রহীতা ও কোম্পানীর মধ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বন্টন;
৩. সুদমুক্ত খাতে বিনিয়োগ;
৪. তাকাফুল ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আর্ত-মানবতার সেবা;
৫. ব্যবস্থাপনায় খোদাভীরুতা ও পেশাদারিত্বের অপূর্ব সমন্বয়।

Takaful Islami Insurance achieved
The Highest Credit Rating
(Pronounced as Triple A)
In Bangladesh

AAA

ISO 9001:2015

DATE OF DECLARATION	RATED BY	LONG TERM RATING	SHORT TERM RATING	OUTLOOK
9 JANUARY, 2025	NCR Ltd.	AAA	ST-1	STABLE

"AAA" Strongest Credit Quality. Highest claim paying ability.
"ST-1" Strongest ability to meet short term financial commitments.

তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স পিএলসি
Takaful Islami Insurance PLC
(সহমর্মিতা ও নিরাপত্তার প্রতীক)

প্রধান কার্যালয়: মনির টাওয়ার (৮ম, ৯ম, ১০ম তলা)
১৬৭/১, ডি.আই.টি এক্সটেনশন রোড, মতিঝিল (ফকিরাপুল), ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৪১০৭০০৭১-৩, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৪১০৭০০৮৩
ই-মেইল: takaful@dhaka.net, ওয়েব: takaful.com.bd

SONGJOG NOFEL আয়োজিত সুন্দরবন ভ্রমণ-২০২৫ এর সাফল্য কামনা করি

Tarek Showkat
Head of operations

Tofa Trading
A concern of Import & Trade

69 Siddik Bazar, Dhaka-1000, Bangladesh
[+88] 01711664345, [+88] 01858585680
tofa.trading@gmail.com tarek.showkat@hotmail.com

Wishing Success in Sunderbon Tour-2025

initiated by

SONGJOG NOFEL

Courtesy
Mohammad Haroon Patwary Mamun
CEO

HP PACK LTD.
HP PACK.
Manufacturer of Paper Box & Paper Products.

HP CONSTRUCTION
Govt.Construction & real estate developer

HP FOUNDATION
NANI SIKKO WELFARE FUND

152/4, Gowranagar Madhyapara, Treemohani, Khilgaon, Dhaka-1219.
Phone : 01711-527164, 01760-249061
Email : hppack2018@gmail.com, hpcons2021@gmail.com

SONGJOG NOFEL আয়োজিত সুন্দরবন ভ্রমণ-২০২৫ এর সাফল্য কামনা করি

SHAHEEDUL ISLAM MIAZI
W/IMO +88 018 100 40 285

Chairman
Abdul Wahab Miazi Foundation

Managing Director
Baraka Aviation Ltd.
Baraka Trading Ltd.

Proprietor
Al Baraka Life Agro Farm

Ex-Senior Vice President
KSA Feni Probashi Forum

Ex-General Secretary
Riyadh Travels & Cargo Association

IATA ACCREDITED

BARAKA AVIATION LTD. BARAKA

ALL AIRLINES TICKET VISA PROCESSING UMRAH

WWW.BARAKAAVIATION.COM

Head Office: 8th Floor, Rahmania Int Complex, Toyenbee Circular Road Motijheel, Dhaka, Bangladesh.
Phone: 02-41070752, 01810040280-81-83-84

Riyadh Office: Room No 268, 2nd Floor, Batha Commercial Market, Batha, Riyadh. Saudi Arab. Phone: 056 22 2500,053 368 5634

Feni Office: Love market, 3rd floor, Feni, Bangladesh. Tell: 01810040282

SONGJOG NOFEL আয়োজিত সুন্দরবন ভ্রমণ-২০২৫ সফল হোক

City Water Purifier

Shah Emdad Ullah
CEO
Mobile : 01896311771, 01920040745
Elite House, 1st Floor, 54 Motijheel C/A, Dhaka-1000
E-mail : citywaterpurifier@gamil.com
Web : www.citywaterpurifier.com

BENGAL COMMERCIAL BANK
inspiring growth

বেঙ্গল ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট

এক অ্যাকাউন্টে অনেক সুবিধা!

- জমাকৃত অর্থের ওপর দৈনিক মুনাফা হিসাব
- প্রতি মাসে মুনাফা উত্তোলনের সুবিধা
- এফডিআর-এর মত আকর্ষণীয় মুনাফা
- কারেন্ট অ্যাকাউন্টের মত লেনদেন সুবিধা

www.bgcb.com.bd

16796
Customer Support Centre

সংযোগ নোফেলের সুন্দরবন ভ্রমণের সাফল্য কামনা করছি

লায়ন মোঃ আনোয়ার হোসেন ভুইঁয়া
গর্ভনর
লায়ন জেলা ৩১৫ বি- ২ এম জে এফ (২০২৫-২৬)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
হীরা বিস্কুট (প্রাইভেট) লিমিটেড

WELLMAX
HIRA BISCUIT (PVT) LTD.
Corporate Office : 33, Shah Ali Tower (12th Floor), Karwan Bazar C/A, Dhaka-1215
Tel : 88-02-8189462, 8189449, Mobile : +880 1711 750 941, +880 1919 750 941
E-mail : anwar.hbpl@gmail.com, md@wellmax.com.bd, www.wellmax.com.bd

নিরাপত্তাই প্রথম
THE WILLS HOMES LIMITED
WILLS HOMES
ODL
EXPERIENCE THE DIFFERENCE
Ovi Developer Ltd.

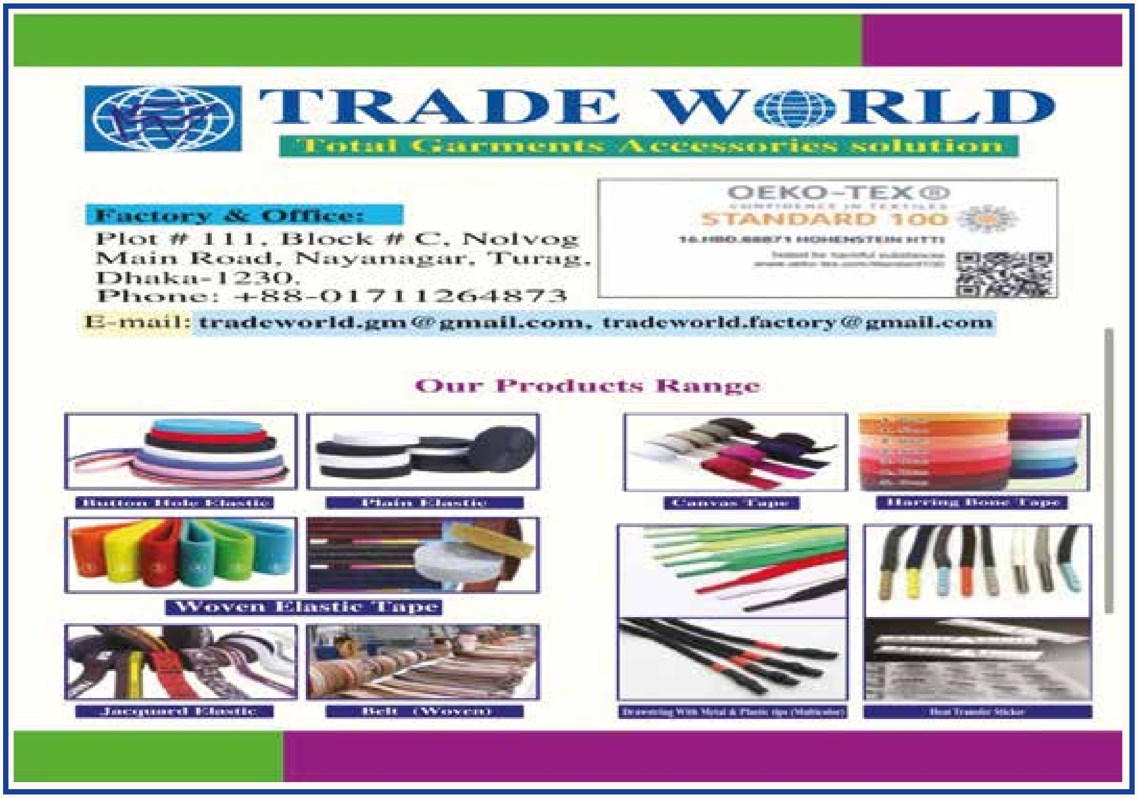

সংযোগ নোফেল পরিবারের সকল সদস্যদের "**ফেনী ইলেকট্রনিক্স মার্ট**"
এর পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। নোফেল পরিবারের
সকল সদস্যদের জন্য এসি, টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন সহ সকল ইলেকট্রনিক্স পন্য
ক্রয় করলে সর্বচ্চো ছাড় দেওয়া হবে।

মোঃ আবুল বাশার (রনি)
স্বত্ত্বাধিকারী

ফেনী ইলেকট্রনিক্স মার্ট

মতিঝিল শো-রুম	মুগদা শো-রুম
১০, টয়েনবি সার্কুলার রোড,মতিঝিল বা/এ, (সেনা কল্যান ভবনের সামনে)ঢাকা-১০০০ মো:০১৫৫২-৩৬২১৩৮, ০১৪০০-৫৫২০০৪	৫৮/৩১/৩,এ উত্তর মুগদা,মদিনাবাগ। (ওয়াদুদ মসজিদের পার্শ্বে),ঢাকা-১২১৪ মো:০১৭১২-১৪৭৩৩১, ০১৮৮৬-৪১১৭৪১

Md. Nurul Islam
Proprietor
01711-333321

RNS automobiles
আর এন এস অটোমোবাইলস

RNS automobiles

ALL KINDS OF RECONDITIONED VEHICLE
IMPORTER, WHOLESALER & RETAILER

30 Inner Circular (VIP) Road, Naya Paltan, Dhaka-1000.
E-mail : nislamhb@gmail.com

SONGJOG NOFEL আয়োজিত আনন্দ ভ্রমণ-২০২৫ সফল হোক

SpeedEX
International Courier & Cargo

50/1, Purana Paltan Line (2nd Floor), Dhaka-1000
Hotline : 09617201201 www.speedexbd.net

You can depend on us for total solution

MD.ABDUL MANNAN
Chairman & Managing Director
Cell:01794-336333,01819-312667

STANDARD FREIGHT INCORPORATION.

(International Freight Forwarder, C&F Agent & Transportion)

Customs C & F Agents for Chittagong Sea & Air
Dhaka Airport, ICD Kamalapur ,DEPZ & AEPZ.

Chittagong Office:
Osman Court, 3rd Floor,
70,Agrabad C/A, Chittagong .
Tel: +88-02333330158,+8802333317674
Mobile: 01819-312667,01794336333,
01708-419840-63
E-mail: mannan@standardfreightinc.net
sfl@bdcom.net

Dhaka Office:
S.S TOWER,663/664,7th Floor,H3
Ashkona Bazar, PO-Hazi Camp,
PS:Dokkhin khan, Dhaka-1230
Cell:017943363333, 01708-419843
E-mail: standardfreightinc@yahoo.com

Savar Office
Robin Plaza,2nd Floor
DEPZ Savar, Dhaka
Mobile: 01708-419842, 01708-419876-80
Email: standardfreightinc.depz@yahoo.com

Narayangonj Office
Adnan Tower, Adamjee Epz,
Siddirgonj,Narayangonj.
Mobile:01794-336333,0170841980-84
Email:standardfreightinc.aepz@yahoo.com

Social Work and Community Involvement:

01. President, Shibpur R.B. Hat Ali Ahmed High School.
02. President, Shibpur R.B. Hat Modern Kindergarten.
03. Secretary, Fazilpur Union Samaj Kallyan Samity, Chattogram.
04. Secretary, Concord Alpana Owners Association, North Khulshi, Chattogram.
05. Treasurer, Shibpur R.B. Hat Kendrew Jame Mosque.
06. Life Member, Chattogram Ma-O-Shishu Hospital & College, Chattogram
07. Life Member, Chattogram Diabetes Hospital, Chattogram
08. Life Member, Feni Samity, Chattogram & Dhaka
09. Member, Chattogram Chamber & Commerce Industries Ltd, Chattogram.
10. Donor Member, OFSED-DOSIP, Fazilpur, Feni.
11. President, Shibpur Samiti, Fazilpur Feni.

SAMORITA HOSPITAL LIMITED

- 1st Public limited hospital of Bangladesh
- ISO-certified hospital with over 60 specialized consultants

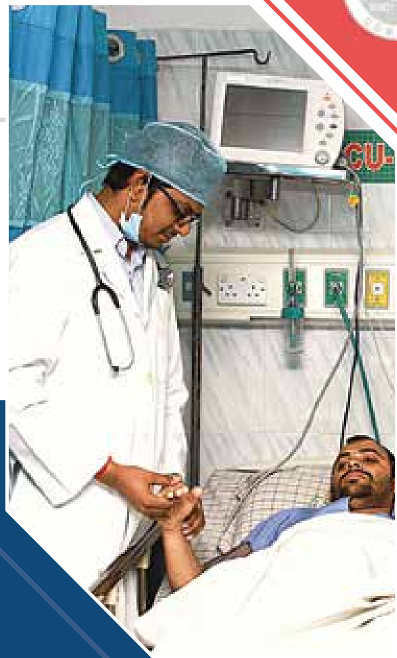

Clinical services

- Gastroenterology
- Internal Medicine
- General Surgery
- Paediatrics
- Cardiology
- Cardiothoracic surgery
- Nephrology/urology
- Orthopaedic surgery
- Plastic surgery
- Laparoscopic surgery
- Dental care
- Opthalmology
- ENT
- Oncology
- Psychiatry
- Tropical Medicine
- Physical Medicine
- ICU, CCU and NICU
- Stroke unit
- Haemodialysis unit
- High care unit
- Immunization
- Diabetes/ Hypertension service
- Physiotherapy dep

Diagnostic Services

- Diet consultation
- Observation ward
- Medical check-up centre
- Ultrasonography
- ECG,ETT and EEG
- Labour room
- BMD
- PCR
- Fibroscan
- CT Scan Whole body Multislice
- Colour Doppler
- Video endoscopy
- Video Colonoscopy
- Spiral CT Scanner
- 500 ma Digital X-Ray
- Pathology
  - Haematology
  - Biochemistry
  - Serology/Immunology
  - Microbiology
  - Hormone Assay
  - Cancer Marker

Dormitory and cafeteria service available for relatives

Call Now: 10674

samoritahospital.org

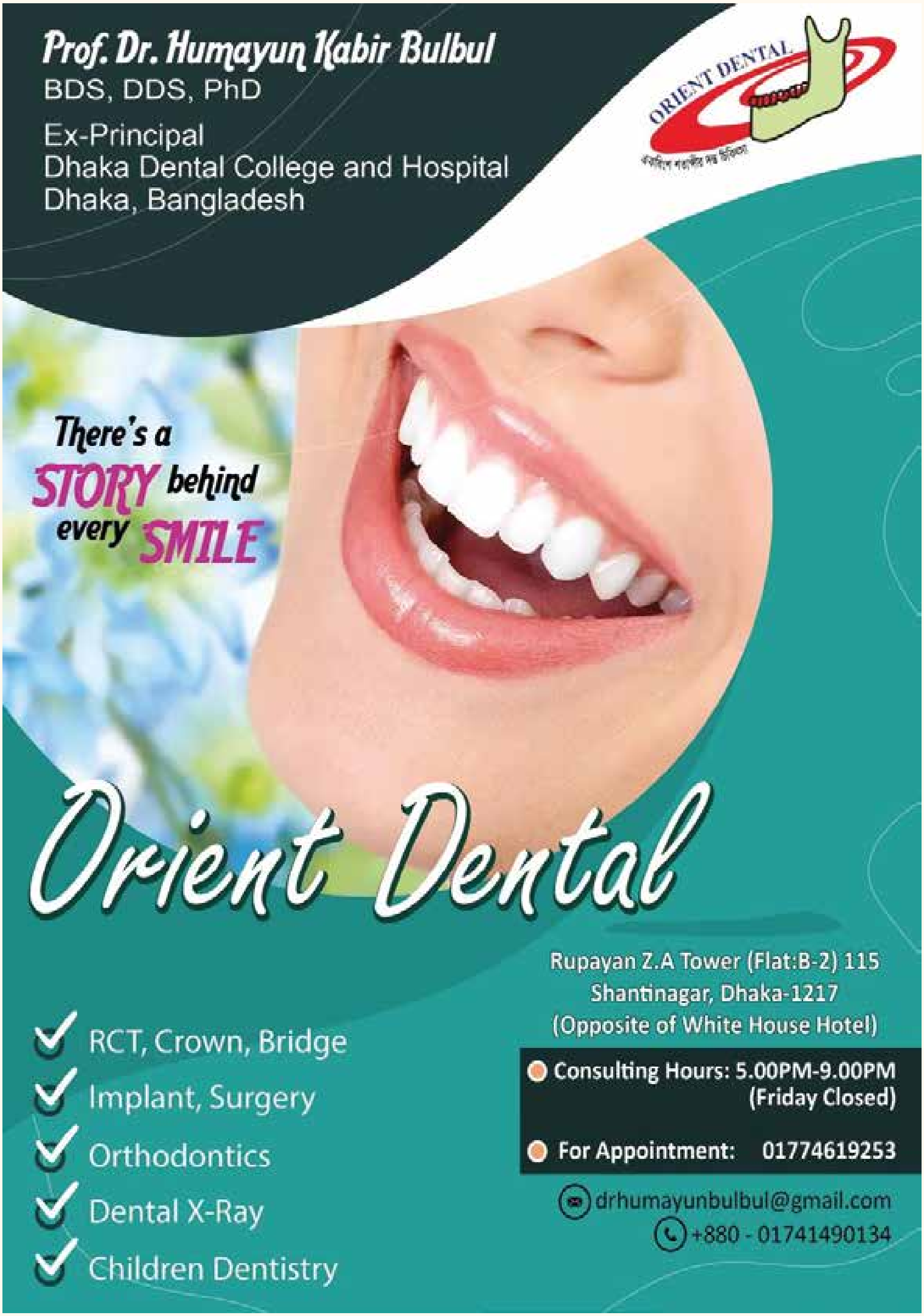
Prof. Dr. Humayun Kabir Bulbul
BDS, DDS, PhD
Ex-Principal
Dhaka Dental College and Hospital
Dhaka, Bangladesh
ORIENT DENTAL
There's a STORY behind every SMILE
Orient Dental
Rupayan Z.A Tower (Flat:B-2) 115
Shantinagar, Dhaka-1217
(Opposite of White House Hotel)
RCT, Crown, Bridge
Implant, Surgery
Orthodontics
Dental X-Ray
Children Dentistry
Consulting Hours: 5.00PM-9.00PM
(Friday Closed)
For Appointment: 01774619253
drhumayunbulbul@gmail.com
+880 - 01741490134

SPECTRUM
EIIN:190143 INTERNATIONAL SCHOOL
A PLATFORM FOR BECOMING HAFEZ &
HAFEZA FROM ENGLISH MEDIUM SCHOOL
ADMISSION OPEN
July Session 2025-26 | Playgroup to 'O' Level
www.spectrumintlschool.com
Registration is Now Open for
'O' Level
Special Discount for:
Grade VI, VII & VIII On Admission Fees
An Initiative of
Spectrum
EduCare Limited
Campus: 41/1, Shantinagar, Dhaka, Bangladesh- 1217
International Residential Campus (Proposed):
Vakurta, Savar, Dhaka, Bangladesh
+8801799-369685
OUR CONCERNS
Vivid GROUP
SKyes TRADING & DISTRIBUTION
VIVID DISTRIBUTIONS & CONNECTIONS
VIVID MEDIA & PUBLICATIONS
School of Integrated Thoughts
Integrating Knowledge, Illuminating Minds- Guided by Islamic Values

Celebrating 30 Years
A Journey of Maturity, Stability and Consultation

আনন্দ হবে
দ্বিগুণ

সাউথইস্ট ব্যাংক
ডাবল বেনিফিট স্কিম

ঝুঁকিমুক্ত ও লাভজনক এই স্কিমে বিনিয়োগের মাধ্যমে নিশ্চিত করুন আপনার ভবিষ্যৎ

- ৬.৫ বছরে আমানত দ্বিগুণ
- ১০,০০০ বা এর গুণিতক যেকোনো পরিমাণ টাকা জমা করা যাবে
- আমানতের বিপরীতে ঋণের সুবিধা পাওয়া যাবে

প্রয়োজনে যেকোনো সময়
১৬২০৬
+৮৮ ০৯ ৬১২৩ ১৬২০৬

SoutheastBankBD
www.southeastbank.com.bd

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.
একটি দূরদর্শী ব্যাংক

* শর্ত প্রযোজ্য

রূপালীক্যাশ
RUPALICASH
রাষ্ট্রমালিকানাধীন রূপালী ব্যাংক নতুন আঙ্গিকে
নিজস্ব ব্র্যান্ডে নিয়ে এলো মোবাইল ব্যাংকিং সেবা
রূপালীক্যাশ
BANK
Add Money
Deposit Money to Other RBPLC Bank Account
Schedule Payment
Deposit Money to Own RBPLC Bank Account
Cash-out
Send Money
Merchant Payment
Cash-in
SCAN ME
Scan To Cash-out
E-KYC
Mobile Recharge
Education Payment
Token-based Cash-out
আপনার ব্যাংকিং সহজ, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী রাখতে
আজই রূপালীক্যাশ অ্যাপ ডাউনলোড করুন
রূপালী ব্যাংক পিএলসি
RUPALI BANK PLC
উত্তম সেবার নিশ্চয়তা
ডাউনলোড করুন
www.rupalibank.com.bd

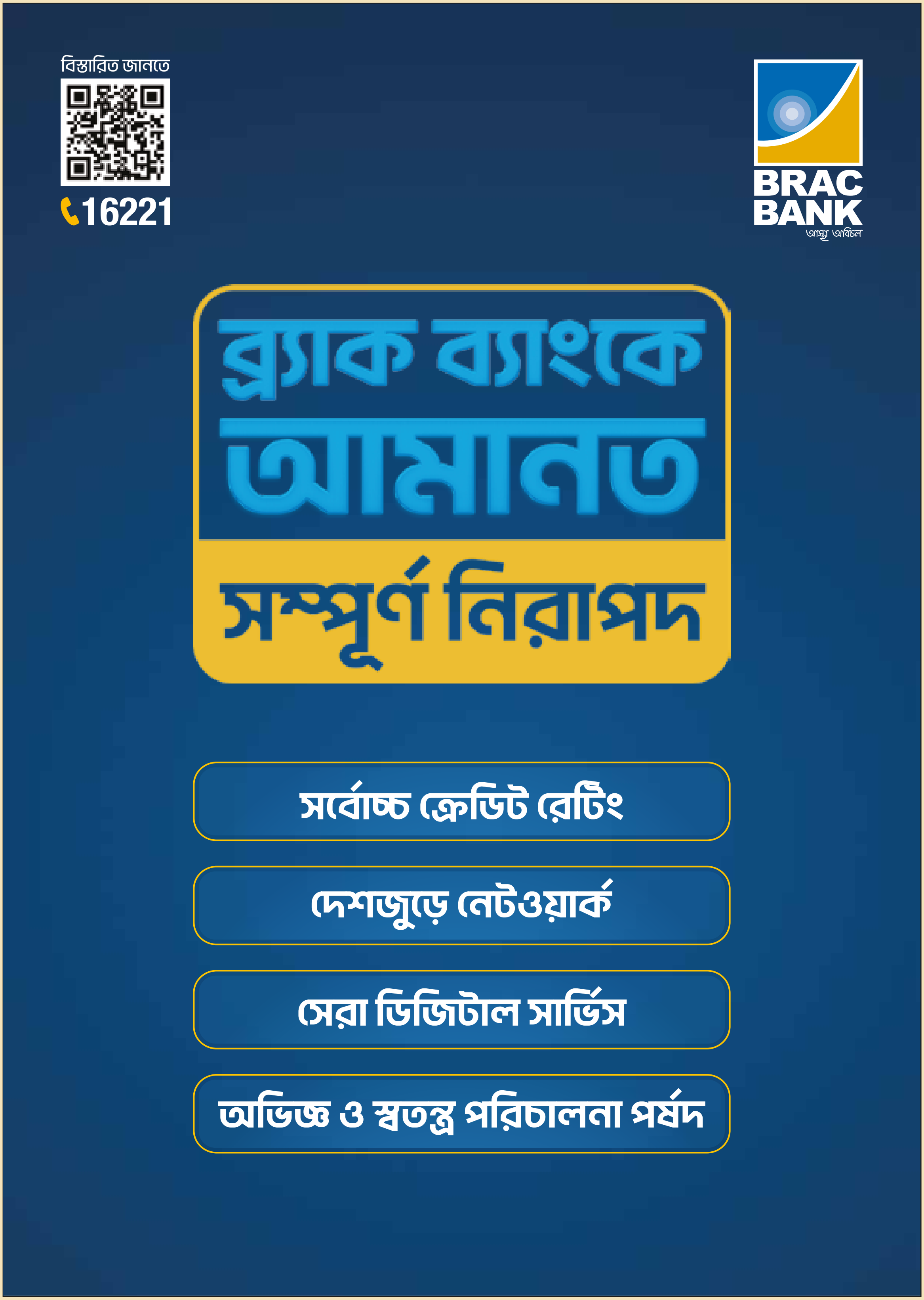

বিস্তারিত জানতে
16221
BRAC BANK
আস্থা অবিচল
ব্র্যাক ব্যাংকে
আমানত
সম্পূর্ণ নিরাপদ
সর্বোচ্চ ক্রেডিট রেটিং
দেশজুড়ে নেটওয়ার্ক
সেরা ডিজিটাল সার্ভিস
অভিজ্ঞ ও স্বতন্ত্র পরিচালনা পর্ষদ

তাক্বওয়া
ধর্মীয় আস্থায় ব্যাংকিং
মার্কেন্টাইল ব্যাংক ইসলামিক ব্যাংকিং

মার্কেন্টাইল ব্যাংক তাক্বওয়া ইসলামিক ক্রেডিট কার্ড

"আপনার লেনদেনের সম্পূর্ণ চাহিদা পূরণের জন্য
শরীয়াহ নীতিমালায় পরিচালিত"

সুবিধাসমূহ ঃ

- প্রথম দুই বছর কোন ইস্যু/ বার্ষিক ফি নেই
- সর্বনিম্ন মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ ফি
- বিশ্বব্যাপি ব্যবহারযোগ্য
- কোনও হিডেন চার্জ নেই এবং কার্ড চেক সুবিধা
- বাংলাদেশে বলাকা লাউঞ্জে বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার
- বিদেশ ভ্রমণে Priority Pass কার্ডের সুবিধা
- লেনদেনে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট ও মাসিক কিস্তি সুবিধা
- বছর জুড়ে পাঁচ তারকা হোটেলে একটি কিনলে একটি ফ্রি
- লেনদেনে নিশ্চিত করে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা

*শর্ত প্রযোজ্য

বাংলার ব্যাংক

মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি.
Mercantile Bank PLC.
দক্ষতাই আমাদের শক্তি